ঈমান জাগানিয়া বয়ান সংকলন

৩ ৪

আসক্তি (addiction)

কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : আসক্তি (addiction) : কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ
আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৪

শুভেচ্ছা বিনিময় : ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল ফকীর
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া ৫১১/৫ [২২ বাড়ি]
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০-১৬৯১২৯

পরিবেশনায় : আল আসহাব শপ
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা– ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০-৪৪৪৮৯০

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রভু! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না। (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দিন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন; আপনিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফেরদের উপর জয়যুক্ত করুন। [১]

---

[১] সূরা বাকারা : ২৮৬

সূচিপত্র

আসক্তি (addiction)

যে রোগে আমরা সকলেই রোগী

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আমরা সকলেই আসক্ত বা addicted	৯
এ আসক্তিটা কেন এবং ইসলাম কী চায়?	১০
আমাদের মধ্যে কোন্ আসক্তি বেশি প্রবল?	১১
মুসলিম বানানোর উদ্দেশ্যে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা	১২
টয়লেটে বসে জিকির করা যাবে কি না?	১২
বদ আমলের প্রভাব খুব দ্রুত ছড়ায়	১৩
আল্লামা আন্দুলূসি রহ. এবং খৃস্টান মেয়ে	১৪
বুয়েট টিচারের তাওবা	১৪
নেশা : নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি	১৫
এক আবেদের ঘটনা	১৫
খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা	১৫
কোন্ গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ	১৬
মানুষের গুনাহ হবেই	১৭
আল্লাহকে sorry বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন	১৭
চোখের পানির মূল্য অনেক	১৮
মানুষ মানেই ভুল করবে	১৮
কোন্ গুনাহটিতে আপনি আসক্ত তা খুঁজে বের করুন	১৯
আসক্তির প্রথম কারণ : ঈমানী দুর্বলতা	২০
ঈমানী দূর্বলতার তিন আলামত	২০
১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ না ছাড়া	২০
২. নেক আমল ভালো না লাগা	২১
৩. হারাম উপার্জনে ব্যস্ত থাকা	২১
আসক্তির দ্বিতীয় কারণ : অসৎ সঙ্গ	২১
বন্ধু কবরেও গিয়ে পর্নোগ্রাফি পাঠায়	২২

খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সাপের চেয়েও খারাপ	২৪
এমন বন্ধু নির্বাচন করুন, যে আপনাকে জান্নাতে না পেলে খুঁজবে	২৪
যার তার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক নয়	২৬
এ দিল্ সাধারণ কোনো বিষয় নয়	২৬
যার সঙ্গে মহব্বত তার সঙ্গে হাশর	২৬
আসক্তির তৃতীয় কারণ : দৃষ্টির হেফাজত না করা	২৭
লক্ষ রাকাত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম আমল	২৮
উম্মতের প্রতি নবীজির আকাঙ্ক্ষা	২৯
আসক্তির চতুর্থ কারণ : বেকারত্ব	২৯
এক যুবকের কাণ্ড	৩০
আল্লাহর ওলীদের মাঝে আর আমাদের মাঝে পার্থক্য	৩০
আল্লাহর ওলিরা নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন	৩০
হারাম চাকরি করি ছেড়ে দিব না কী করবো?	৩১
বেকার লোক সবার চেয়ে ব্যস্ততা বেশি দেখায়	৩২
কাজ নেই এটা কোনো মুমিন বলতে পারে না	৩২
অবসর সময়ের মূল্যায়ন করুন	৩২
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি.-এর ঘটনা	৩৩
আসল কাজ তো আখেরাত উপার্জন করা	৩৩
আসক্তির পঞ্চম কারণ : গুনাহ্কে হালকা মনে করা	৩৪
জীবন তোমার যেমন হবে, মরণ তোমার তেমন হবে	৩৪
বুড়ো বয়সে তো জালিম বাঘও আল্লাহর ওলী হয়!	৩৫
যৌবনের তাওবা আল্লাহ তাআলা বেশি কবুল করেন	৩৫
যৌবনের তাওবা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় কেন?	৩৭
যুবকের তাওবা আর বৃদ্ধের তাওবার মাঝে পার্থক্য	৩৭
গুনাহ সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি	৩৮
আসক্তির ষষ্ঠ কারণ : রাস্তার হক আদায় না করা	৩৮
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা	৩৯
সালামের জবাব দেয়া	৩৯
সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা	৪০

আসক্তির (addiction) চিকিৎসা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সংক্ষেপে আসক্তির কারণসমূহ	৪২
রাস্তার হক	৪২
মৌলভী সাহেবের শয়তান–মৌলভী টাইপের হয়	৪৩
যে-জাতীয় গুনাহের কারণে বেশি মানুষ জাহান্নামে যাবে	৪৩
আসক্তির প্রথম চিকিৎসা : নেক মজলিসে শরীক হওয়া	৪৪
যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য	৪৪
নেক মজলিসের প্রভাব	৪৫
সোহবত এমন আমল যার বিকল্প নেই	৪৫
আমাদের কিছু ধোঁকাবাজিপূর্ণ কথা	৪৫
সোহবত ও জিকির যাদের কাছে অপ্রিয়	৪৬
নাপাক জমিন দুইভাবে পাক হয়	৪৬
নেককারদের মজলিসে বসার সওয়াব	৪৭
আসক্তির দ্বিতীয় চিকিৎসা : আল্লাহর জিকির করা	৪৭
কুরআনের আশ্চর্য প্রভাব!	৪৮
সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.	৪৮
অন্তরকে পাক করার মাজুনি হল আল্লাহর জিকির	৪৯
জিকরে-কালবি অন্তর পরিষ্কার করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম	৫০
হাত কাজে ব্যস্ত অন্তর বন্ধুর সঙ্গে	৫০
অন্তরের জিকিরের ফজিলত	৫১
কোন জিকির অধিক মর্যাদাবান?	৫১
অন্তরের জিকিরের কিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত	৫২
দাড়ি পেকে যাচ্ছে এখনও ঈমানের নূর অনুভব করি নাই	৫৩
ফানাফিল্লাহ কাকে বলে?	৫৪
জিক্‌রে কালবি করার সহজ রাস্তা	৫৫
আসক্তির নগদ কিছু চিকিৎসা	৫৬
প্রথম চিকিৎসা : নিজেকে নিজে বলবেন ‘আল্লাহকে ভয় কর’	৫৬

দ্বিতীয় চিকিৎসা : চোখের খেয়ানত থেকে বাঁচবেন	৫৬
জান্নাত দুই কদম	৫৭
নজর পড়া গুনাহ নয়; নজর দেয়া গুনাহ	৫৭
দৃষ্টি হেফাজত করার সহজ পলিসি	৫৮
মোল্লা আমীর খান মুত্তাকীর ঘটনা	৫৮
তৃতীয় চিকিৎসা : ফজরের নামাযের গুরুত্ব দিন	৫৯
চতুর্থ চিকিৎসা : বিয়ে করা	৬০
স্ত্রীকে সময় দিন	৬০
ছেলে মেয়ে উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ে না করানো অপরাধ	৬১

আসক্তি (addiction)
যে রোগে আমরা সকলেই রোগী

আসক্তি মানুষের স্বভাবজাত, সৃষ্টিগত। সুতরাং আমি আর আপনি যদি চাই যে, এটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হব– সম্ভব নয়। ইসলাম কী চায়? ইসলাম বলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ কর। এটাকে ঘুরিয়ে দাও। তোমার মধ্যে যে স্বভাবটা আছে এটাকে ভালো দিকে নিয়ে যাও। তোমার এই নফসের চাহিদা বা আসক্তি এটা কিন্তু চলমান। তুমি চাইলেও এটাকে বন্ধ করতে পারবে না।

তবে এর দৃষ্টান্ত হল, আটা পিশার চাকতির মতো। চাকতির নিচে যদি গম রাখা হয়, আটা বের হবে, বালি রাখলে বালি বের হবে, ইট রাখলে ময়লা বের হবে, ময়লা রাখলে ময়লা বের হবে।

অনুরূপভাবে আমরা যদি আসক্তির জায়গায় নেক আমলের প্রতি ভালোবাসা, হালাল জিনিসের প্রতি আগ্রহ এনে দিতে পারি তাহলে এ জিনিসটাই অনেক সুন্দরভাবে কাজে আসবে। এ জিনিসটাই আমাদের মধ্যে অনেক নেক আমলের জন্ম দিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيلاً

بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তাআলা নিজেদের সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তাঁরই জন্য কিছু সময় বের করার তাওফীক আমাদেরকে দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা সকলেই আসক্ত বা addicted

আজ এমন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে যার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই জড়িত। তবে পার্থক্য হল এই

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيلاً

প্রত্যেকে তার নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক ভাল করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। [২]

অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুবিধামত জড়িত। বিষয়টির নাম আসক্তি বা addiction. কেউ যখন আসক্ত হয়, তাকে বলা হয় addicted.

---

[২] সূরা ইসরা : ৮৪

যুবক হলে পর্নাসক্তি, মাস্টারবেশনে আসক্তি অথবা নেশা বা মাদকাসক্তি।
আর যদি বুড়ো টাইপের হয় তবে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নেশা। শক্তি নেই, দুর্ঘটনা ঘটাবে এ রকম সুযোগও সে পাবে না জানে; তবু রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজের মেয়েকে 'মা' বলে ডাক দেয়, মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। স্কুল ছুটি হলে দাঁড়িয়ে থাকে। এটাও এক প্রকার আসক্তি। এই বুড়োও addicted.

শিশুদের রয়েছে গেম আসক্তি। এমনও হয়, সন্তান যখন খানা খায় না অথবা কথা শোনে না, মোবাইলটা হাতে দিয়ে দিলে খানা খাচ্ছে, কথা শুনছে।
একবার আমাকে এক ভাই শোনাচ্ছিলেন, তার সন্তানের খবর। বলছিলেন, হুজুর! সন্তানের বয়স চার বছর/সাড়ে চার বছর। আগে বুঝিনি। এ ৫/৬ মাস থেকে তাওবা করেছি। এখন বাচ্চার হাতে হিন্দি গান না দিলে খানা খায় না। গেম দিলেও খানা খায় না। কুরআন তেলাওয়াত বা অন্য কোনো কিছু দিলেও খায় না। ওই হিন্দি গানটাই দিতে হবে। এটাও আসক্তি। শিশুটি মোবাইল addicted.
আমরা অনেক দীনদার আছি বিভিন্ন সিরিয়ালে আসক্ত। এখন বিভিন্ন সিরিয়াল আছে। হিন্দি সিরিয়াল তো আছেই। কত বছর আগে শুরু হয়েছে কে জানে, আবার কত বছর পর গিয়ে শেষ হবে তাও জানা নেই!
আবার ইদানীংকালে ইসলামের নামেও কিছু সিরিয়াল আছে। অনেকে ওগুলাতেও আসক্ত।
এভাবে প্রত্যেকেই যদি চিন্তা করি তাহলে এ আসক্তির ব্যপারটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে। তবে পার্থক্য হল كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ মিয়া বুড়ার মতো করে আসক্ত, যুবক যুবকের মতো করে আসক্ত। আর আমাদের মতো হুজুররা হুজুরের মতো করে আসক্ত। 'মৌলভি কা শয়তান মৌলভি হোতা হেয়' মৌলভি সাহেবের শয়তান মৌলভি সাহেব হয়! আমরা যারা হুজুর আমাদের শয়তানটাও হুজুর টাইপের। দিন শেষে আমরা প্রত্যেকেই আসক্ত।

এ আসক্তিটা কেন এবং ইসলাম কী চায়?

আসলে আসক্তিটা মানুষের স্বভাবজাত, সৃষ্টিগত। সুতরাং আমি আর আপনি যদি চাই যে, এটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হব– সম্ভব নয়।

ইসলাম কী চায়? ইসলাম বলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ কর। এটাকে ঘুরিয়ে দাও। তোমার মধ্যে যে স্বভাবটা আছে এটাকে ভালো দিকে নিয়ে যাও। তোমার এই নফসের চাহিদা বা আসক্তি এটা কিন্তু চলমান। তুমি চাইলেও এটাকে বন্ধ করতে পারবে না।

তবে এর দৃষ্টান্ত হল, আটা পিশার চাকতির মতো। চাকতির নিচে যদি গম রাখা হয়, আটা বের হবে, বালি রাখলে বালি বের হবে, ইট রাখলে ময়লা বের হবে, ময়লা রাখলে ময়লা বের হবে।

অনুরূপভাবে আমরা যদি আসক্তির জায়গায় নেক আমলের প্রতি ভালোবাসা, হালাল জিনিসের প্রতি আগ্রহ এনে দিতে পারি তাহলে এ জিনিসটাই অনেক সুন্দরভাবে কাজে আসবে। এ জিনিসটাই আমাদের মধ্যে অনেক নেক আমালের জন্ম দিবে।

আমাদের মধ্যে কোন আসক্তি বেশি প্রবল?

আসক্তির মধ্যে কোন আসক্তি আমাদের মধ্যে বেশি প্রবল?

পরনারীর প্রতি আসক্তি। এটাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবল। এ আসক্তির রোগে সবাই রোগী। যুবক এ আসক্তির রোগে রোগী ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আর যারা সিনিয়র তারা এ আসক্তির রোগে রোগী খবর দেখার নামে। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। অথবা রাস্তায় চলাচলের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে পরনারী পরপুরুষের প্রতি আসক্ত। এটা হল এক নম্বরে। এটা যে এক নম্বরে নবীজী ﷺ এই আশংকাটা ১৫০০ বছর আগে করেছেন। নবীজী ﷺ বলেন

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

আমি চলে যাওয়ার পরে আমার উম্মতের জন্য সব চেয়ে ক্ষতিকর যে ফেৎনা রেখে যাচ্ছি সেটা হল, একজন পুরুষের জন্য একজন নারীর প্রতি আসক্তি।[৩]

নারীর প্রতি এই আকর্ষণ কত বড় বড় সুফি সাহেবকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছে! বড় বড় মানুষকেও রাস্তা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে! পরনারীর প্রতি আসক্তি কত সুন্দর সংসারকে ধ্বংস করে দেয়! কত সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়! কত নেককার মানুষকেও শয়তানের গোলাম বানিয়ে ছাড়ে! পরনারীর প্রতি আকর্ষণের কারণেই তো যুবকেরা পর্নোমুভি দেখে! আরও কত খারাপ

[৩] বুখারী : ৫০৯৬, মুসলিম : ২৭৪০

খারাপ জিনিস দেখে এ আকর্ষণের কারণেই তো! এ জন্যই নবীজি ﷺ এটাকে আসক্তির তালিকায় এক নাম্বারে রেখেছেন।

মুসলিম বানানোর উদ্দেশ্যে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা

অনেক যুবক আসে আমাদের কাছে বলে, হুজুর! অমুক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি। এখন মুসলমান করে বিয়ে করা যাবে?

ভাই, মুসলমান করে বিয়ে করার দ্বায়িত্ব আল্লাহ তোমাকে দেন-নি। তোমাকে দ্বায়িত্ব দিয়েছেন পরনারী থেকে দূরে থাকার। সে যে বাস্তবে মনের দিক থেকে ইসলাম গ্রহণ করবে; এর কী নিশ্চয়তা! বরং ৯০ ভাগ আশংকা– না, না ১০ ভাগও আমি রাখতে পারব না; বরং ৯৯ ভাগ আশংকা এই যে, সে তোমাকে হিন্দু বানিয়ে ছাড়বে!

কারণ মানুষের স্বভাব হল, মানুষ যখন একসঙ্গে থাকে, কারো সোহবতে বা সংস্পর্শে থাকে আর সঙ্গীটা যদি ভালো হয় তখন তার ভালো স্বাভাবটা খারাপ লোকটা গ্রহণ করে একটু দেরিতে। সময় নেয়। পক্ষান্তরে ভালো লোকটা খারাপ লোকের স্বভাব গ্রহণ করে খুব দ্রুত। নেক আমল যায় উপরের দিকে আর বদ আমল যায় নিচের দিকে। বলুন তো গতি উপরের দিকে বেশি না নিচের দিকে? একটা জিনিস ছাড়লে সেটা নিচের দিকে তাড়াতাড়ি আসে আর উপরের দিকে দেরিতে যায়। এ জন্যই মন্দের প্রভাব ভালো জিনিসের চেয়ে দ্রুত বিস্তারকারী হয়।

টয়লেটে বসে জিকির করা যাবে কি না?

একটা চুটকি মনে পড়ল। এক মুহাদ্দিসকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল, টয়লেটে বসে জিকির করা যাবে কি না?

টয়লেটে বসে মুখে জিকির করা তো যাবে না। কিন্তু তিনি বলতেন যে, যাবে। মনে মনে জিকির করা যে যাবে এটা সবাই বলেন। বরং মনে মনে জিকির তো করতে হবে নতুবা সেখানে নানা ধরণের কুচিন্তা মাথায় আসে। যেমন এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে, আল্লাহ আমাকে এখানেও দেখতে পাচ্ছেন। আমি কতটা অসহায়ভাবে বসে আছি; এটাই আমার হাকিকত। নগ্ন হয়ে বসে আছি, পেট থেকে নাপাক যাচ্ছে। এটাই আমি। এটাই আমার পরিচয়। এভাবে চিন্তা করলে অহংকার কমবে। আর পাশাপাশি জিকরে কালবি জারি রাখা। মুখে জিকির নিষেধ। কিন্তু ওই মুহাদ্দিস বলতেন যে, মুখেও জিকির করা যাবে। তো

উনি যুক্তি দিতেন, দেখো নাপাকি যায় নিচের দিকে আর জিকির যায় উপরের দিকে। একটার সঙ্গে আরেকটার কী সম্পর্ক!

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে আর সৎকাজ সেগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে।[৪]

বদ আমলের প্রভাব খুব দ্রুত ছড়ায়

তো যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে, নেক আমলের তাসিরটা একটু দেরিতে হয়। তবে স্থায়ী হয়, শক্তিশালী হয়, বরকতময় হয় এবং এই তাসিরের কারণে একজন মানুষ সংশোধন তো হয়েই যায় সঙ্গে অন্যের সংশোধনেরও কারণ হয়। পক্ষান্তরে বদ আমলের প্রভাবটা খুব দ্রুত ছড়ায়।

যেমন ধরুন, একটা খুব সুন্দর পরিবেশ। এ পরিবেশটা হয়তো গড়তে সময় লেগেছে ১০ বছর। একজন এসে হঠাৎ করে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিল। কতক্ষণ লাগল বলেন? হয়তো এক মিনিট। কিন্তু এই ১০ বছরের অর্জন শেষ!

তাহলে বুঝা গেল, বদ আমলের তাসির বেশি দ্রুত ছড়ায়।

আপনি এক শিশি আতর রাখেন আর পাশে এক বালতি ময়লা রাখেন। আপনার নাকে কোনটার গন্ধ আগে আসবে? ময়লাটার গন্ধ আগে আসবে। বুঝা গেল, ময়লা জিনিসের দুর্গন্ধ আগে ছড়ায়। সুগন্ধির সুগন্ধটা একটু দেরিতে ছড়ায়। তবে ছড়ায়। এই কারণেই দুনিয়ার মধ্যে পথভ্রষ্ট লোকের সংখ্যা বেশি। আর আল্লাহ তাআলা নবীজি ﷺ-কে বলেছেন যে, আপনি অধিকাংশ লোকদের কথা শুনবেন না। কারণ অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ বলেন

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না।[৫]

---

[৪] সূরা ফাতির : ১০

[৫] সূরা আনআম : ১১৬

আল্লামা আন্দুলূসি রহ. এবং খৃস্টান মেয়ে

আল্লামা আন্দুলূসি রহ. যাচ্ছিলেন হজের সফরে। পথিমধ্যে এক খৃস্টান মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে গেল। এবার তিনি ওই মেয়ের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। মেথরের মেয়ে। শূকর চরায়। কিন্তু ছিল যথেষ্ট সুন্দরী। তিনি ওই খৃস্টান মেয়েটার পিছনে পিছনে চলা শুরু করলেন। এরপর হল কী? তিনি ওই খৃস্টান মেয়ের প্রেমে পাগল হয়ে তার হাজার হাজার মুরিদ সব পিছনে ফেলে রেখে শেষ পর্যন্ত ওই মেয়ের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন! মেয়েটির বাবা উত্তর দিল, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি এটাও করে ছাড়লেন। নাউযুবিল্লাহ।
চিন্তা করে দেখুন, এ আসক্তিটা কতটা জঘন্য পর্যায়ের! অবশ্য পরবর্তীতে তিনি তাঁর মুরিদদের দোয়ার উসিলায় তাওবা করে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

বুয়েট টিচারের তাওবা

আমি এরকমও শুনেছি, আমার কাছে এসে এক যুবক তাওবা করেছিল। বুয়েটের নব নিযুক্ত টিচার। তার বক্তব্য ছিল এ রকম যে, সে ইন্টারমিডিয়েটের সময় থেকে পর্ন-আসক্ত। এখন সে বুয়েটের শিক্ষক। তখন থেকে সে কবে রাতে ঘুমিয়েছে– ভুলে গিয়েছে।

আল্লাহ মাফ করুন। হতে পারে আমাদের মধ্যেও কোনো যুবকের সঙ্গেও এ ঘটনাটা মিলে যাচ্ছে। আপনার জন্য আমার জন্য হয়তো গল্প হতে পারে, কিন্তু কারো জন্য এটাই বাস্তব হতে পারে।
তো তার বক্তব্য ছিল, সে কবে রাতে ঘুমিয়েছে– ভুলে গিয়েছে। ইসলামপ্রেম তার অন্তরে বিদ্যমান। তাই ফিরে আসার চেষ্টা সে করেছেও; কিন্তু আসতে পারে-নি।
একবার চিন্তা করে দেখুন, ইন্টারমিডিয়েট থেকে নিয়ে বুয়েটের টিচার হওয়া পর্যন্ত কত বছর সময় লাগে! এ বিশাল সময়ের মধ্যে কবে সে রাতে ঘুমিয়েছে, ভুলে গেছে। তাহলে তার আসক্তিটা কোন পর্যায়ের ছিল! এটা ছিল পরনারীর প্রতি আকর্ষণের কারণে। পরনারীর প্রতি আসক্তির কারণে তাকে এ নোংরা অভ্যাস পেয়ে বসেছিল।

নেশা : নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি

আসক্তির তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে, নেশা বা মাদকাসক্তি। নবীজি ﷺ এটাকে বলেছেন أُمُّ الخَبَائِث তথা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি মা। যে লোক এ নেশায় পড়ে যায় তাকে আর অপরাধ দেখাতে হয় না। কেননা সে নিজেই নানা অপরাধের জন্মদাতা বনে যায়। যাবতীয় অপরাধ এখন তার থেকে ঘটতে থাকবে। সকল অপরাধের মূল হল এটা। ইয়াবা, গাঁজা, হিরোয়িন আরও কত কিছু যে কত নামে আছে!

এক আবেদের ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা নারী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এ জন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ওই আবেদ ব্যক্তি ওই দাসীর সঙ্গে গমন করল। সে যখনই কোনো দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হল আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাই-নি; বরং এ জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এ মদ পান করবেন অথবা এ ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বলল, আমাকে এ মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ওই নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করাল। তখন সে বলল, আরও দাও। মোটকথা ওই আবেদ আর থামল না, যাবৎ না সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করল এবং ওই ছেলেকেও হত্যা করল। [৬]

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা

মুহতারাম হাজিরীন! তাহলে আসক্তির তালিকায় এ দুটোই প্রধান– এক. পরনারীর প্রতি আসক্তি। দুই. মাদকাসক্তি। বাকি অন্য আসক্তির অবস্থান এ দুটির পরে।

---

[৬] নাসায়ী : ৫৬৬৬

আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ আমার ধারণা ভুল করুন, আমার ধারণা মতে আমরা সবাই কম বেশি অন্তত প্রথম রোগে রোগী। এছাড়াও প্রত্যেকেই আমরা কোনো না কোনো গুনাহ্তে আসক্ত।

এবার শুনুন একটি কথা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। সেটা হল, যে গুনাহগুলো আমাদের মাঝে মধ্যে হয়ে যায়, সে গুনাহগুলো নিয়ে কোনো টেনশন নেই। কারণ এই গুনাহগুলো তাওবা, নেক আমল, এই যে মসজিদে আসা যাওয়া করছি, এই যে একটু নেক আমল করছি, এই যে একটু কান্নাকাটি করছি, এই যে কিছু আস্তাগফিরুল্লাহ বলছি, এই যে লজ্জিত হয়ে যাচ্ছি– এ আমলগুলোর কারণে, এ আমলগুলোর উসিলায় মাঝে মাঝে হয়ে যাওয়া গুনাহগুলো একেবারে মিটে যায়! সুবহানাল্লাহ! এসবের উসিলায় এ জাতীয় গুনাহ আমাদের আমলনামায় টিকে থাকতে পারে না।

কোন গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ?

তাহলে কোন গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ এবং ঝুঁকিপূর্ণ?

ওই গুনাহগুলো যেগুলো আসক্তির পর্যায়ে। আসক্তির পর্যায়ে যে গুনাহগুলো সেগুলোই আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

বিচার দিবসে এমনটা খুব কম হবে যে, একজন ব্যক্তি হাজার হাজার আইটেমের গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে; বরং একই টাইপের গুনাহ বারবার বারবার এবং বারবার করার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এমনটা বেশি ঘটবে। আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলেন যে بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গুনাহ করে। অর্থাৎ গুনাহ করে হয়তো একটা। ব্যাস! তারপর মজা পেয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে وَأَحَاطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ ওই গুনাহ্টা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। একটা বাউন্ডারি তৈরি দেয়। সে ওই গুনাহ্টিতে আসক্ত হয়ে যায়। এখন সে এখান থেকে আর বের হতে পারে না। আল্লাহ বলেন

فَأُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

সুতরাং এরাই জাহান্নামী। এ টাইপের গুনাহের কারণে এরা জাহান্নামে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। [৭]

মানুষের গুনাহ হবেই

সুতরাং হঠাৎ যে গুনাহ্টা হয়ে যাচ্ছে, এগুনাহ্ও ভয়ের তবে এতটা ভয়ের নয়। এর জন্যে তাওবা করে নিব। আচমকা এক/দুটি গুনাহ হয়ে যাওয়াটা জীবনের একটা স্বাভাবিক অংশ।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, কেউ যদি বলে যে, তার গুনাহ হয় না তাহলে সে হয় ইবলিশ আর না হয় ফেরেশতা। ইবলিশ মানে সে ইবলিশের মত মিথ্যাবাদী। ফেরেশতা মানে গুনাহ করার সক্ষমতা তার নেই। কারণ মানুষের গুনাহ হবেই।

তিনি আরও বলতেন, মুমিন গুনাহ করে না, তার গুনাহ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শয়তানের গুনাহ হয় না; বরং সে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করে।

এ জন্যই হাদীসে এসেছে নবীজি ﷺ বলেছেন

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لهمْ

যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি গুনাহ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে ক্ষমা চেয়ে নিত, তাওবা করত, ইস্তেগফার করত আর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। [৮]

আল্লাহকে sorry বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে sorry বলাটা আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। তাই আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহগুলোর কথা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে sorry বলুন। অর্থাৎ ইস্তেগফার করুন। আর এ কারণেই আমাদের গুনাহ হয়। إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ আল্লাহ তাওবাকারীকে খুব ভালোবাসেন। অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে চোখের পানি দিন।

---

[৭] সূরা বাকারা : ৮১

[৮] সহিহ মুসলিম : ২৭৪৯

ফেরেশতাদের যেহেতু গুনাহ হয় না, তাই তারা লজ্জিত হয়ে কান্না করতে পারে না; অন্য কারণে হয়তো পারে। কিন্তু গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে যে কান্নাকাটি করা এটা তারা পারে না। এ জন্য আল্লাহর কাছে এ কান্নাকাটির ডিমান্ড বেশি। আর নিয়ম হল, যে জিনিসের ডিমান্ড বেশি কিন্তু সাপ্লাই কম, ওই জিনিসের মূল্য বেশি হয়।

চোখের পানির মূল্য অনেক

তো একদিকে আল্লাহ তাআলার কাছে চোখের পানির ডিমান্ড বেশি, অপরদিকে মাখলুকের পক্ষ থেকে এর সাপ্লাই কম। কারণ ফেরেশতারা অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে পারে না, অন্যান্য মাখলুকও লজ্জিত হয়ে কাঁদতে পারে না, মানুষের মধ্যে অধিকাংশই অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি দেয় না– গোটা দুনিয়ার মধ্যে কান্নাকাটি করনেওয়ালা বান্দার খুবই অভাব। তাই এর দামও বহু গুণ বেড়ে যায়। এমনকি নবীজি ﷺ বলেন এক ফোঁটা দাও, মাত্র এক ফোঁটা وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ মাছির মাথা পরিমাণ হলেও চলবে। কেননা এর দাম এতই বেশি যে, যে বান্দা নিজের গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে এ সামান্য পরিমাণ চোখের পানি দিতে পারবে إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار আল্লাহ তাআলা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন সুবহানাল্লাহ! [৯]

মানুষ মানেই ভুল করবে

যেটা বলতে চেয়েছিলাম, এই যে আমাদের যে গুনাহগুলো হঠাৎ হঠাৎ হয়ে যায়। এ গুনাহগুলো নিয়ে খুব একটা টেনশনের কারণ নেই। এটা আমাদের জীবনের একটা পার্ট। জীবনের একটা অংশ। অনিচ্ছাকৃত গুনাহ হয়ে যাবে।

الناس من النسيان أول الناس أول ناس

নাস মানে মানুষ। এটি النسيان থেকে এসেছে। যার অর্থ ভুল করা। সুতরাং মানুষ মানেই ভুল করবে। মানুষ মানেই তার গুনাহ হবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

---

[৯] ইবনু মাজাহ : ৪১৯৭

ওগো আল্লাহ! হে আমাদের রব! যদি ভুলে যাই অথবা ভুলে করে ফেলি তাহলে মাফ করে দিন।[১০]

সুতরাং মানুষ বলতেই এ রকম হবে। কিন্তু যুবক! তুমি যে রাতের পর রাত জেগে মুভি দেখ; এটা তোমার জন্য টেনশনের বিষয়। এ গুনাহ-টাই তোমাকে ধ্বংসের অতল খাদে নিয়ে যাচ্ছে।

আশা করি, আমি আপনাদের নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছি এবং পুরোপুরি নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছি যে, আল্লাহ মাফ করুন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, যদি কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যায় তাহলে কোন গুনাহের কারণে যাবে।

রাস্তায় হেঁটেছেন আর হঠাৎ একটা গুনাহ হয়ে গেছে ওই গুনাহটির কারণে নয়। ৬ মাস পর ৯ মাস পর একটা গুনাহ হয়ে গেছে ওই গুনাহটির কারণেও নয়; বরং ওই গুনাহটির কারণে যে গুনাহ্য় আপনি আসক্ত।

কোন গুনাহটিতে আপনি আসক্ত তা খুঁজে বের করুন

সুতরাং আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন, আপনি কোন গুনায় আসক্ত–সুদের কারবারে, ঘুষের কারবারে, মিথ্যা কথায়, গীবতে, চোগলখুরিতে, কুদৃষ্টিতে, পর্ন দেখাতে নাকি সিরিয়াল দেখাতে? আপনি কোন গুনাহটিতে আসক্ত তা find out করুন। নিজেকে প্রশ্ন করে খুঁজে বের করুন। তারপর ওটাকেই টার্গেট করুন যে, ওটাকে আমার মিটাতেই হবে। ওটাকে জীবনের খাতা থেকে একেবারে মুছে দিতে হবে। ওটারই চিকিৎসা করতে হবে। কারণ যদি জাহান্নামে যেতে হয় তাহলে এ গুনাহ-টার কারণেই যেতে হবে। বাকিগুলো হল এ গুনাহের প্রতিক্রিয়া।

নামাযে কেন মনোযোগ আসে না? ওই যে রাত ২টার যে গুনাহে আপনি আসক্ত তার কারণেই আসে না। জিকির কেন ভালো লাগে না? ওই যে রিমোর্ট কন্ট্রোলটার কারণে, যেটা এখনও ছাড়তে পারছেন না। কান্নাকাটি আমার কেন আসে না? ওই যে সুদ কিংবা ঘুষ কিংবা গীবত, যেটা এখনও ছাড়তে পারিনি ওটার কারণে। বাকিগুলো সবই এটার প্রতিক্রিয়া।

---

[১০] সূরা বাকারা : ২৮৬

আসক্তির প্রথম কারণ : ঈমানী দুর্বলতা

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ বিভিন্ন গুনাহে এডিক্টেড কেন হয়? কেন সে পর্নোগ্রাফি নেশা কিংবা অন্যান্য গুনাহে আসক্ত হয়? এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে এর চিকিৎসাটাও আমরা সহজেই বের করতে পারব।

এর মৌলিক কারণ হল ছয়টি।

প্রথম কারণ ঈমানী দুর্বলতা। ঈমানী দুর্বলতার কারণে সে বিভিন্ন গুনাহে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন বাজে অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে।

❖ ঈমানী দূর্বলতার তিন আলামত

১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ না ছাড়া

আর একজন মানুষের ঈমান যে দুর্বল– এর তিনটি আলামত রয়েছে।

প্রথম আলামত হল, যে গুনাহটি সে ছেড়ে দেয়ার সামর্থ্য রাখে সে গুনাহটি সে ছাড়বে না। যেমন সে পারে রাত ১০টা বাজে ওয়াইফাইটা অফ করে, মোবাইল সুইচ অফ করে ঘুমিয়ে পড়বে, বিছানা ধরবে। এরপর দোয়া-দুরুদ পড়লে তার ঘুম চলে আসবে। এটা তার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু সে এটা করবে না; বরং সে অপেক্ষায় থাকবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার, স্মার্টফোনটা হাতে নেওয়ার। রাত ১২টা অথবা ১টায় প্রথমে ফেসবুক চালাবে বা অন্যগুলো চালাবে। এরপর রাত যত গভীর হবে তত সে অশ্লীলতার গভীরে ডুবতে থাকবে। কারণ এটা থেকে সে বের হতে চায় না। অথচ সে কিন্তু ইচ্ছা করলে এ থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

একজন লোক পারে যে, সে রাস্তায় অবনত হয়ে চলবে, পরনারীর প্রতি সে দৃষ্টি দিব না। কিন্তু মনের ইটিশপিটিশের কারণে পারে না।

একজন লোক সুদের কারবার করে। বলুন তো সে যদি সুদের কারবারটা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি সে না খেয়ে মারা যাবে? তার জীবনে কি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে? তাহলে সুদের কারবারটা কেন সে ছাড়ে না? কারণ সে ছাড়বে না। তার সিদ্ধান্ত হল, সে ছাড়বে না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে এখান থেকে ফিরে আসবে না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে ফিরে না আসা, এটাই আলামত হল তার ঈমান প্রচণ্ড রকম দুর্বল।

এভাবে যে যে গুনাহ দ্বারা এডিক্টেট ইচ্ছা করলে সে ওই গুনাহ থেকে বের হতে পারে। এরপরেও সে তার শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগায় না। কেন? কারণ

হল কাজে লাগানোর জন্য তাকে যে অনুপ্রেরণা দিবে, সেই ঈমানী শক্তিটা তার কাছে নেই। ঈমানী শক্তির বড় অভাব!

২. নেক আমল ভালো না লাগা

ঈমানী দুর্বলতার দ্বিতীয় আলামত হল, তার নফস নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হবে না। বলুন তো একজন রোগীর কাছে ভালো খাবার কি সুস্বাদু মনে হয়? যদি সে জ্বরাক্রান্ত হয় তাহলে তার কাছে সুস্বাদু খাবারও তিতা মনে হয়। অনুরূপভাবে এ ব্যক্তিও রোগী। কেননা সে তো এডিক্টেড। যার ফলে তার কাছে নেক আমল ভালো লাগবে না। নেক পরিবেশ ভালো লাগবে না। বরং এসবই গায়ের কাঁটা মনে হবে। নেক পরিবেশের কথা শুনলেই তার চুলকানি শুরু হবে। নেক আমলের কথা শুনলেই হাঁসফাঁস শুরু হবে। কুকুরের পেটেতো আর ঘি হজম হয় না! এদের চরিত্রও হয়ে গেছে এখন কুকুরের মত। ফলে নেক পরিবেশ কিংবা নেক আমলের মতো ঘি এখন এদের পেটে হজম হয় না। আল্লাহ বলেন

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

তারা কেবল পশুদের মতো নয়, বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট। [১১]

৩. হারাম উপার্জনে ব্যস্ত থাকা

ঈমানী দুর্বলতার তৃতীয় আলামত হল, হকদারের কাছে আমানত সে পৌঁছে দিবে না। অর্থাৎ সে হারাম উপায়ে উপার্জনের ভিতরে ব্যস্ত থাকবে। এটাও ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ার অন্যতম আলামত।

তাহলে একজন লোক কোনো একটি গুনাহে আসক্ত হয়ে পড়ার প্রধান কারণ কী? ঈমানী দুর্বলতা। দুর্বল ঈমানের কারণে গুনাহের নেশা তাকে পেয়ে বসে।

আসক্তির দ্বিতীয় কারণ : অসৎ সঙ্গ

আসক্তির দ্বিতীয় কারণ হল অসৎ সঙ্গ। যেমন স্বামী ভালো বউটা খারাপ। কয়দিন পরে স্বামীটাও নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রী ভালো স্বামী খারাপ। কয়দিন পর স্ত্রীও আর জায়গা মতো থাকে না। হয়তো বাবার বাড়িতে তাহাজ্জুদ পড়তো। এখন স্বামীর সংসারে এসেছে। কিছুদিন একসঙ্গে ছিল এখন দু'জনই

---

[১১] সূরা ফুরকান : ৪৪

বিপথগামী। এটাকেই বলা হয় অসৎ সঙ্গ। অনুরূপভাবে অনেকে বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নোংরা চরিত্র ও বাজে অভ্যাসে আসক্ত হয়ে পড়ে।

বন্ধু কবরেও গিয়ে পর্নোগ্রাফি পাঠায়

একটা ঘটনা মনে পড়ল। আরব বিশ্বের অন্যতম আলেম ড. মুহাম্মাদ আল আরিফি– তাঁর একটা বয়ানে শুনেছি। তিনি বলেন, এক যুবক তাঁর কাছে খুব লজ্জিত হয়ে আসলো এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শায়খকে সে জানালো, শায়খ! আমি খুব বিপদে আছি। আমার বন্ধু মারা গেছে। আমার বন্ধু কবরে চলে গিয়েছে। সে তো কবরে চলে গিয়েছে কিন্তু তার ইমেইল আইডি থেকে আমার ইমেইলে এখনও প্রতিনিয়ত পর্নোমুভি আসে। বন্ধু তো কবরে চলে গিয়েছে কিন্তু আমার কাছে পর্নোমুভি পাঠানো বন্ধ করে যায়-নি। এ জন্য আমি খুব টেনশনে আছি।

শায়খ বললেন, খুলে বল কী ঘটনা?

যুবক বলা শুরু করল, আমরা কয়েকজন বন্ধু ছিলাম। সবাই এক সময় নামায-কালাম পড়তাম। ভালোই ছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে একজন খারাপ বন্ধু জুটে গেল। সে বিভিন্ন সময় স্মার্টফোনের বিভিন্ন জিনিস দেখাতো। বন্ধুবান্ধবের মাঝে সম্পর্ক খোলামেলা টাইপের হয়, তাই আমরাও ওই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে এগুলো দেখা শুরু করে দিলাম।

একটা সময়ে সে আর সাধারণ জিনিস দেখায় না। একেবারেই খারাপ অশ্লীল মুভিগুলো, সরাসরি ব্যভিচার টাইপের জিনিসগুলো দেখানো শুরু করল । প্রথম প্রথম আমরা তাকে বকাঝকা করতাম। কিছু উপদেশও দিতাম। বলতাম, এগুলো ভালো না ভাই, ঠিক হয়ে যাও। কিন্তু মনে মনে এটাও চাইতাম যে, একটুখানি আরও দেখি। একদিন দুইদিন এরকম হতে হতে একটা পর্যায়ে এসে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটা সময়ে সব বন্ধুবান্ধব মিলে একেবারে গ্রুপিংভাবে এই নোংরা জিনিসগুলো দেখা শুরু করলাম। তো একদিন আমাদের ওই বন্ধুকে বললাম, বন্ধু! তুমি তো দেখি প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস আনো, ঘটনা কী! কোথায় পাও এগুলো? আমরা ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করে তো এগুলো পাই না।

তো বন্ধু আমাদেরকে বলল, আমি একটা ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রাইবার। যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হয় আমার কাছে নোটিফিকেশন আসে আর আমি সেটা পেয়ে যাই।

আমরা আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং বললাম, আমাদেরকেও ওটার সাবস্ক্রাইবার বানিয়ে দাও। সে উত্তর দিল, ডলার খরচ হবে। এরপরেই বন্ধু আমাদেরকে যুক্তি দিল, ডলার খরচের দরকার নেই। তোমরা নিজেদের মেইল আইডি আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি এমন একটা সিস্টেম করে দিবো যে, যখন আমার কাছে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আসবে তখন তোমাদের কাছেও অটোমেটিক নোটিফিকেশন চলে যাবে, অটো ফরওয়ার্ড করে দিবো আমি। তোমরা আমার মতো দেখতে পারবে।

আল্লাহর কী হুকুম! আমাদের ওই বন্ধু হঠাৎ করে এক্সিডেন্টে মারা গেল। একেবারে বাসের তলায় পিষ্ট হয়ে অন দ্যা স্পট মারা গেল। বন্ধুতো কবরে চলে গেল কিন্তু সে কী করে গিয়েছে জানি না; হয়তো কোনো অটো সিস্টেম করে গিয়েছে যে, তার আইডি থেকে নোটিফিকেশন আসা এখনও বন্ধ হয়নি। এখনও ওই ওয়েবসাইটে যখনই কোনো ভিডিও আপলোড হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আইডিতে নোটিফিকেশন চলে আসে। এভাবে আমাদের বন্ধু এখনও কবর থেকেও আমাদের কাছে পর্নোমুভির নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছে! আমার তো ভয় হয়, এর কারণে আমার কী হয়! তাই আমি তাওবা করতে এসেছি।

শায়খ আরেফি যুবকের দীর্ঘ বক্তব্য শোনার পর বললেন, ব্যাপারটা তো কঠিন কিছু নয়। ওয়েবসাইট কতৃপক্ষের কাছে তোমরা মেইল করে বলো, আমরা আর এটা চাই না। এটা পাঠানো বন্ধ করে দাও।

তখন যুবক বলল, এ চেষ্টাও আমরা করেছি। কিন্তু কতৃপক্ষ জানালো, তোমার আইডি দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো সাবস্ক্রাইবার নেই। কাজেই আমরা এটা অফ করতে পারব না। যার আইডি তার মেইল থেকে যদি আমাদের অফ করার জন্য বলা হয় তাহলে আমরা অফ করবো। এর আগে নয়। এখন সমস্যা হল, আমাদের ওই বন্ধুর আইডির পাসওয়ার্ড তো আমাদের জানা নেই। পাসওয়ার্ড আমরা উদ্ধার করার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি। যার কারণে বন্ধুর কাছে যতবার নোটিফিকেশন আসে আমাদের কাছেও ততবার নোটিফিকেশন আসে।

চিন্তা করে দেখুন, এই যে এতগুলো বন্ধু পর্নোমুভিতে এডিক্টেড হল কার কারণে? একজন খারাপ বন্ধুর কারণে। আসলে একটি সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য একজন এডিক্টেডই যথেষ্ট। একজন আসক্ত রোগীই যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন আমীন।

খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সাপের চেয়েও খারাপ

ফারসিতে একটা প্রবাদ আছে

یارِ بد بدتر بود از مارِ بد

অর্থাৎ খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সাপের চেয়েও খারাপ। কিছু বন্ধু থাকে, যারা সব সময় অন্যদের নিয়ে সমালোচনা বা পরচর্চা করতে পছন্দ করে। অন্যদের নিয়ে মিথ্যা বানোয়াট গল্প সাজাতেও তাদের জুড়ি নেই। বিভিন্ন গুনাহের কাজটিও তারা ভালোভাবে করতে জানে। এদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। নবীজী ﷺ এদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, এরা কামারের হাপরের মত।

وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً

হয় তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে, নচেৎ তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে আর না হলে অন্তত দুর্গন্ধ হলেও ছড়াবে।[১২]

এমন বন্ধু নির্বাচন করুন, যে জান্নাতে আপনাকে না পেলে খুঁজবে

বিপরীতে ভালো বন্ধু হলে কী হয় দেখুন, হাসান বসরী রহ. লিখেন যে, এক লোক জাহান্নামী হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যার এক বন্ধু ছিল ভালো, যে জান্নাতে যাবে। জান্নাতী বন্ধু পৃথিবীতে থাকা সময়ের স্মৃতিচারণ করবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়ে যাবে। তাই সে ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবে

مَا فَعَلَ صَدِيقِي فُلانٌ؟ وَصَدِيقُهُ فِي الْجَحِيمِ

‘আমি তো আমার সেই বন্ধুকে জান্নাতে দেখছি না, সে কোথায়?’

বলা হবে, ‘সে তো জাহান্নামে’।

তখন ওই জান্নাতী বন্ধু আল্লাহর কাছে বলবে, ‘হে আমার রব! আমার বন্ধুকে খুব মিস করছি। তাকে ছাড়া আমার কাছে জান্নাতের আনন্দ যে পরিপূর্ণ হচ্ছে

---

[১২] সহিহ বুখারী : ২১০১

না!’ এবার বলুন, জান্নাতীদের কোনো আশা অপূর্ণ থাকবে এমনটি কী হবে? বরং আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর। [১৩]

আল্লাহ জান্নাতীদের সকল আশা পূরণ করবেন। কেবল মনে মনে চিন্তা করবে সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, ‘তাড়াতাড়ি তার ওই জাহান্নামী বন্ধুটাকে জাহান্নাম থেকে বের করো।’

দেখুন, তার বন্ধু জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল এ কারণে নয় যে, সে রাতভর ইবাদত করত কিংবা কুরআন পড়ত, বেশি বেশি সাদকা করত, দিনের পর দিন রোজা রাখত! বরং সে মুক্তি পেল কেবলই এই কারণে যে তার বন্ধু তাকে স্মরণ করেছে। তার জান্নাতী বন্ধুর সম্মানের খাতিরে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এ অবাককরা দৃশ্য দেখে জাহান্নামের বাকি লোকগুলো জানতে চাইবে, ‘কী কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হল, তার বাবা কি শহীদ? তার ভাই কি শহীদ? তার জন্য কি কোনো ফেরেশতা বা নবী সুপারিশ করেছেন?’

জাহান্নামিরা এ জাতীয় বহু প্রশ্ন ও মন্তব্য করতে থাকবে। কেননা বিষয়টা তখন জাহান্নামের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যাবে যে, কোনো সুপারিশ ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে!

তখন তাদের এসব প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, ‘না; বরং দুনিয়াতে তার যে নেককার বন্ধু ছিল, সেই বন্ধু জান্নাতে তার কথা স্মরণ করেছে। তার কথা জিজ্ঞেস করেছে। তাই আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতি বান্দার আশা পূর্ণ করার জন্য এ জাহান্নামিটাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন।’

এ কথা শুনে জাহান্নামীরা আফসোস করে বলবে, ‘হায়! আজ আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী নেই। হায়! আমাদের এমন কোনো সত্যিকারের বন্ধু নেই!’ [১৪]

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর হাসান বসরী রহ. বলেন, এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, সেদিন জাহান্নামীরা বলবে

---

[১৩] সূরা ফুসসিলাত : ৩১

[১৪] তাফসীরে বগভি : ৩৭১

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ • وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

আজ আমাদের না আছে কোনো সুপারিশকারী এবং না আছে কোনো সুহৃদয় বন্ধু।[১৫]

যার তার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক নয়

এ কারণেই যেখানে সেখানে আত্মীয়তা নয়। যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়। যার তার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক নয়। আপনি আজ আপনার যে নেতার পিছনে স্লোগান দিচ্ছেন, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিন্তু লেনদেনের। স্লোগান বন্ধ করবেন, ডাস্টবিনে, রাস্তার কিনারায় ফেলে দিবে। মামলা ঠুকে দিবে। জেলে ঢুকিয়ে দিবে। আর একজন ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন, তাঁকে ভালোবাসবেন তাহলে তিনি জান্নাতে গিয়েও আপনার কথা স্মরণ করবে। তার উসিলায় আপনি জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে যাবেন।

এ দিল্ সাধারণ কোনো বিষয় নয়

যাকে তাকে অন্তর দিবেন না। এ দিল্ বা অন্তর সাধারণ কোনো বিষয় নয়। এ দিল অনেক বড় বিষয়। আপনি এক কোটি টাকা কাউকে দিয়ে দিতে পারেন। আপনার গাড়ি বাড়ি কাউকে দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এ দিল দিতে হবে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তিতে। কারণ এক কোটি টাকা লস, দুনিয়ার সাময়িক লস। কিন্তু এ দিল যদি কেনো নাপাক লোককে দিয়ে দেন, ফাসেক-ফুজ্জারকে দেন তাহলে এ লোকটাই আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে।

যার সঙ্গে মহব্বত তার সঙ্গে হাশর

পক্ষান্তরে কোনো ভালো লোককে যদি দিল দেন তাহলে হয়তো আমল খুব করতে পারেন-নি। কিন্তু কোনো নেককারকে আপনি মহব্বত করেছেন, তার সঙ্গে চলাফেরা করার চেষ্টা করেছেন। আর আপনি লজ্জিত ছিলেন আপনার গুনাহ নিয়ে। তাহলে ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের দিন বলতে পারবেন

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ منهم

لعلِّي أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَـة

لعل الله يرزقني صلاحا

---

[১৫] সূরা আশ-শুআরা : ১০০, ১০১

‘ওগো আল্লাহ! নেককার হতে পারি-নি, কিন্তু তাদের ভালো তো বেসেছি। এ আশায়, যেন তাদের সুপারিশ পেয়ে যাই।’

আর আপনার হাবিব ﷺ তো বলেছেন

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

যার সঙ্গে মহব্বত তার সঙ্গে হাশর।[১৬]

ওগো আল্লাহ! ভালো তো হতে পারি-নি, কিন্তু ভালো লোককে তো ভালোবেসেছি, এ আশায় যেন আপনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।’

অন্তরের লেনদেন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে নবীজী ﷺ আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে, এভাবে দোয়া করবে

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

হে আল্লাহ! আমি চাই আপনার প্রতি ভালোবাসা। আপনাকে যারা ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা এবং যে সব আমল আমাকে আপনার নিকট করবে সেসব আমলের ভালোবাসা।[১৭]

যাই হোক, তো মানুষ বিভিন্ন গুনাহে এডিক্টেড হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বন্ধুত্ব বা সঙ্গদোষ। আর প্রথম কারণ হিসেবে বলেছিলাম, ঈমানী দুর্বলতা। ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণেও মানুষ বিভিন্ন গুনাহে আসক্ত হয়ে পড়ে।

আসক্তির তৃতীয় কারণ : দৃষ্টির হেফাজত না করা

আসক্তির তৃতীয় কারণ হল, দৃষ্টির হেফাজত না করা। যত ধরণের আসক্তি আছে, যেমন সম্পদের প্রতি আসক্তি, মাদকাসক্তি, পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি, গেমসের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি দৃষ্টির হেফাজত না করার কারণেও হতে পারে।

অন্যের সম্পদের প্রতি তাকিয়েছেন বিধায় আপনার অন্তরে হারাম মালের প্রতি আসক্তি জমাট বেঁধেছে। কারণ তখন চিন্তা করেছেন, আমাকেও তার মতো হতে হবে। আমাকেও গাড়ি হাঁকাতে হবে, বাড়ি বানাতে হবে, সম্পদের পাহাড় গড়তে হবে।

---

[১৬] বুখারী: ৬১৬৯

[১৭] তিরমিযী : ৩২৩৫

পরনারীর প্রতি, পরনারীর ফটো কিংবা ভিডিওর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছেন বিধায় পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়েছে। মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুনের রোগ চলে এসেছে। সুতরাং বুঝা গেল বিভিন্ন আসক্তির অন্যতম কারণ হল এ চোখ। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, মনে রাখবে

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

নিশ্চয় কান, চোখ আর অন্তর– এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৮]

আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে বলেছেন

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

আল্লাহ চক্ষুর অন্যায় কর্ম সম্পর্কেও অবগত, আর অন্তর যা গোপন করে সে সম্পর্কেও।[১৯]

নবীজী ﷺ বলেছেন

زِنَا العَيْنِ النَّظَرُ

চোখের ব্যভিচার হল দৃষ্টি দেওয়া।[২০]

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।[২১]

লক্ষ রাকাত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম আমল

দৃষ্টি যদি আপনি অবনত রাখেন তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে, যতগুলো গুনাহ আপনার জিন্দেগীতে আছে, চাই সেটা সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত হোক অথবা যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত হোক অথবা পেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক;

---

[১৮] সূরা ইসরা : ৩৬
[১৯] সূরা গাফির : ১৯
[২০] বুখারী : ৬২৪৩
[২১] সূরা নূর : ৩০

মোটকথা যেটার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হোক না কেন; সবগুলো গুনাহ্কে যদি আপনি ভাগ করেন, মনে করুন এক লক্ষ গুনাহ্কে যদি আপনি ভাগ করেন তাহলে কমপক্ষে ৯০ হাজার গুনাহ 'নাই' হয়ে যাবে শুধু এই চোখের হেফাজতের কারণে। এ কারণেই হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, 'এই যে তুমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য কুদৃষ্টি না দিয়ে চোখটাকে নামিয়ে নিয়েছ, এটা আমার দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ রাকাত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম।' কেননা এ লক্ষ রাকাত নফল নামায তোমাকে জান্নাতে নিতে পারবে কি না– এ নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তোমার এই চোখের হেফাজত তথা যৌবনের হেফাজতের কারণে তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জিম্মাদারি নিয়ে নিয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ।

উম্মতের প্রতি নবীজির আকাঙ্ক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَن يَضْمَن لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وما بيْنَ رِجْلَيْهِ، أضْمَنْ له الجَنَّةَ

কে আছে এমন যে তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু জিহ্বা এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু লজ্জাস্থানের জামানত আমাকে দিবে? তাহলে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।[২২]

দেখুন উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, জবান ও যৌবনের হেফাজত করা; এটা উম্মতের প্রতি নবীজির বিশেষ উইশ বা আকাঙ্ক্ষা। নবীজির এ উইশ পূরণ করা উম্মত হিসেবে আমাদের কর্তব্য এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যমও। যদি তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে প্রতিদান হিসেবে তিনি আমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদারি নিয়ে নিবেন।

আসক্তির চতুর্থ কারণ : বেকারত্ব

আসক্তির চতুর্থ কারণ হল বেকারত্ব। কাজ নেই এ জন্য পাবজি খেলে। বসে বসে মুভি দেখে। আড্ডা দেয়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইয়াবা খায়, গাঁজা খায়।

---

[২২] বুখারী : ৬৪৭৪

এক যুবকের কাণ্ড

একবার এক যুবক এসে আমাকে তার তাওবার জিন্দেগীর আগের কাহিনী শুনাচ্ছিল যে– শায়খ! একটা সময় ছিল কলেজে গেলে মেয়েদের দেখে নাম্বার দিতাম। এই মেয়ের নাম্বার এত, ওই মেয়ের নাম্বার এত। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! কিসের নাম্বার দিতা? সে উত্তর দিল– শায়খ! কীভাবে যে বুঝাবো? বুঝে নেন না!

তো কারা করে এগুলো? যাদের কোনো কাম-কাজ নেই তারাই এজাতীয় ফালতু কাজ বেশি করে।

সুতরাং বুঝা গেল, বেকারত্ব একটা সমস্যা। বরং বহু গুনাহের জন্মদাতা হল, বেকারত্ব। এ জন্যই আরবীতে একটা প্রবাদ আছে

رأس الكسلان بيت الشيطان

অলস মস্তিস্ক শয়তানের ঘর, শয়তান বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট।

আল্লাহর ওলীদের মাঝে আর আমাদের মাঝে পার্থক্য

ব্যস্ত মানুষ গুনাহ করার সুযোগ পায় কম। এই যে আল্লাহর ওলীরা তাদের কি গুনাহ করতে মনে চায় না? তারা কি মানুষ নয়? তাদের কি মনে চায় না পরনারীর প্রতি একটু দৃষ্টি দেই? অমুক গুনাহ্‌টা করে একটু মজা নেই? চায়। তাদের মনও কখনও কখনও গুনাহ করার জন্য নড়েচড়ে উঠে। গুনাহ করতে মনে চায় না জগতে এমন কেউ নেই। যুগের আব্দুল কাদের জিলানী হলেও তারও গুনাহ করতে মনে চায়।

তাহলে আল্লাহর ওলীদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

পার্থক্য হল আল্লাহর ওলীরা দীনের কাজে কিংবা আমলের মাঝে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, গুনাহের চিন্তা তাদের মাথায় সহজে আসে না। আসলেও ব্যস্ততার কারণে সুযোগ পান না। পরিবেশ পান না। কদাচিৎ সুযোগ কিংবা পরিবেশ পেলেও শরীরে এনার্জি থাকে না। সারাদিন দীনের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, গুনাহ করার মত এনার্জি কীভাবে থাকবে!

আল্লাহর ওলীরা নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন

যেমন ধরুন, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিটা দিতে মনে চাইল। আমরা কী করি; নফসের চাহিদাটা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করে দেই। আর আল্লাহর ওলীরা কী করেন? নফসের

সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ফলে আমরা গুনাহ ছাড়ার পরিবেশ পাই না আর তাঁরা গুনাহ করার পরিবেশ পান না। কেননা মুজাহাদা তথা নফসের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁদের চারপাশের পরিবেশটাকে এমনভাবে তৈরি করে দেন যে, মন চাইলেও তাঁরা আর গুনাহ্ করার পরিবেশ পান না।

ভক্তবৃন্দ সামনে থাকলে একে কি গুনাহ করার পরিবেশ বলা যায়! মসজিদ মাদরাসা কিংবা খানকায় কি গুনাহ্ করার পরিবেশ পাওয়া যায়! কুরআন মজিদ কিংবা দীনি কোনো কিতাব শিথানের আশেপাশে থাকলে বাজে চিন্তা কি আর মাথায় আসতে পারে! আল্লাহর মহব্বত অন্তরে বহমান থাকলে এসব নেক পরিবেশে গুনাহ করার মত সাহস কি বাকি থাকতে পারে! আর একজন আল্লাহর ওলী তো এসব পরিবেশেই তাঁর জীবনটাকে পার করে দেন। এ জন্যই বলেছি, আল্লাহর ওলীদের অন্তরেও গুনাহের চিন্তা আসে। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন তাই তাঁদেরকে মাহফুজ করে রাখেন। তাঁদেরকে হেফাজত করেন।

ইবলিশ হল আমাদের অদৃশ্য শত্রু। আল্লাহর কাছে আমরা যত বেশি ইবলিশ থেকে পানাহ চাইতে পারব তত বেশি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে পারব। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষে ইবলিশের তত বেশি মোকাবেলা করবেন, ততবেশি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ আল্লাহর ওলীদের এভাবেই হেফাজত করেন। অন্যথায় গুনাহ করতে মনে চায় না জগতে এমন কেউ নেই।

তো যে ব্যক্তি বেকার তার অন্তরে গুনাহের চিন্তা বেশি আসে। এ জন্য বেকারত্ব ঠিক নয়।

হারাম চাকরি করি ছেড়ে দিব না কী করবো?

গতকাল একজন প্রশ্ন করেছিল, হারাম চাকরি করি, ছেড়ে দিব না কী করবো? আমি বলেছিলাম, হারাম চাকরি করা অবশ্যই খারাপ এবং কবিরা গুনাহ; তবে বেকারত্ব এর চেয়ে বড় সমস্যা। কারণ এখন তো আপনি একটা কবিরা গুনাহ করছেন। বেকারত্ব আপনার জীবনে শত শত কবিরা গুনাহের জন্ম দিবে।

চাঁদাবাজি সন্ত্রাসীকাণ্ড থেকে শুরু করে গভীর রাতের মোবাইলের গুনাহ্ পর্যন্ত যত প্রকার আসক্তি আছে সবগুলো জন্ম দিবে এ বেকারত্ব।

বেকার লোক সবার চেয়ে ব্যস্ততা বেশি দেখায়

হাসান বসরী রহ. বলতেন, ‘ তুমি হয় দীনের কাজে ব্যস্ত থাকো আর না হয় দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকো।’

দেখবেন যে লোকের কোনো কাম-কাজ নেই, দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইয়েরা গিয়েছে তার কাছে দাওয়াত নিয়ে। বলল ভাই! চলো না তোমার তো এখন কোনো কাম-কাজ নেই! একটু সময় আল্লাহর রাস্তায় দাও।

তখন দেখবেন যে, সে এর আগেই বড় মসজিদের খতিব হয়ে বসে আছে! তার হাতে কোনো সময় নেই। প্রচণ্ড ব্যস্ত সে। আসলে যার হাতে কাজ থাকে না তার কাছে ফালতু কাজের অভাব থাকে না। বস্তুত এগুলো কাজ নয়; অকাজ। এগুলো সব আকাম।

কাজ নেই এটা কোনো মুমিন বলতে পারে না

কাজ নেই এটা কোনো মুমিন বলতে পারে না। কেননা মুমিন তো কেয়ামতের দিন আফসোস করবে ওই সময়টার জন্য যে সময়টায় তার আল্লাহর জিকির ছিল না। তাহলে বলো, তোমার হাতে কাজ নেই এটা তুমি কীভাবে বল?

অবসর সময়ের মূল্যায়ন করুন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যথার্থ বলেছেন

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

এমন দু’টি নিয়ামত আছে, যে দুটোর সঠিক মূল্যায়ন না করার কারণে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ। সুস্থতা আর অবসর থাকার নেয়ামত।[২৩]

---

[২৩] বুখারী : ৬০৪৯

সুতরাং অবসর থাকাটা যেন শয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণ না হয়। শয়তানের সঙ্গে সঙ্গ দেয়ার কারণ না হয়; বরং অবসর থাকাটা যেন আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গ দেয়ার কারণ বনে যায়।

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی

‘তামান্না আমার যদি পেতাম এমন কোনো নির্জনতা;
একাকী বসে ভাবতাম তাঁকে দূর করতাম অস্থিরতা।’

শোকর আদায় কর, তুমি জিকির করার সময় পাচ্ছ। নফল আমল করার, দীনের কাজ করার সময় পাচ্ছ। শোকর আদায় কর, মসজিদে সময় দেয়ার সময় পাচ্ছ। শোকর আদায় কর একজন আল্লাহওয়ালার কাছে যাওয়ার সময় পাচ্ছ। যদি তুমি ব্যস্ত হয়ে যেতে তাহলে এই সময়গুলো তুমি পেতে না। তাহলে তুমি কীভাবে তোমার এই সময়টাকে নষ্ট করে দিচ্ছ!

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ঘটনা

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কাছে এক যুবক এসে বলল, হযরত! আমল করতে পারি না। ইবনে আব্বাস রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, কেন? যুবক উত্তর দিল **إني كسلان** আমি অলস। তাই সময় কেটে যায়, আমল করতে পারি না। ইবনে আব্বাস রাযি. তখন যুবককে বললেন

إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنِّي كَسْلَانٌ

আর আমি এ কথা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না যে, একজন লোক বলবে আমি অলস।[২৪]

আসল কাজ তো আখেরাত উপার্জন করা

বেকারত্ব একজন মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। কোনো মুমিন বেকার থাকতে পারে না। টাকা পয়সা ইনকাম করা আসল কাজ নয়। আসল কাজ তো আখেরাত উপার্জন করা। সুতরাং টাকা পয়সা ইনকাম করার কাজে না থাকলেই সে বেকার নয়। কী আশ্চর্য! এটা তো বস্তুবাদী চিন্তা। বস্তুবাদ আমাদের মনে

[২৪] মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা : ৯/৬৭

এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি টাকা পয়সা ইনকাম করে না, সে বেকার। আর যে ব্যক্তি টাকা পয়সা ইনকাম করে সে চালাক, বুদ্ধিমান। অথচ প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি চালাক এবং বুদ্ধিমান কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জন্য নেকীর পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সবল ও বুদ্ধিমান।[২৫]

আসক্তির পঞ্চম কারণ : গুনাহকে হালকা মনে করা

কোনো গুনাহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার পঞ্চম কারণ হল, যে গুনাহ-টাতে সে অভ্যস্ত ওটাকে সে বড় করে দেখছে না। এখান থেকে তার বের হতে হবে এই চিন্তাটা সে নিচ্ছে না। এটাকে সে হালকা মনে করে বসে আছে। বরং সে কিছু মোয়া খেয়ে বসে আছে। মোয়া বুঝেন তো? মানে যেটা বাস্তবে নেই। খেয়ালি পোলাও। ছোটবেলায় পোলাও রান্না করে না? এরপরে পোলাও রান্না হয়ে গেলে কী করে? সব খেয়ে ফেলার অভিনয় করে। কী দিয়ে রান্না করে? বালি দিয়ে, এটা সেটা দিয়ে। এগুলো আসলে কি পোলাও না খেয়ালি পোলাও?

তো কিছু লোক আছে, এ রকম খেয়ালি পোলাও খেয়ে বসে আছে। তার চিন্তা হল এরকম–জীবনটাই কয় দিনের! এখনই যদি সুফি সাহেব বনে যাই, দীনদার হয়ে যাই তাহলে তো সব শেষ! সুতরাং এখন যেমন তেমন চলুক না! সমস্যা কী! এখন খাও দাও ফূর্তি করো। এরপর শেষ বয়সে একটা চিল্লা মেরে দিব। একটা হজ্জ করে নিব। দাঁড়ি টুপি ধরে ফেলব, ব্যাস! পুরোদমে ভালো হয়ে যাব।

মূলত এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিও আসক্তির অন্যতম কারণ। ফলে যে গুনাহে সে আসক্ত সেটা থেকে সে বের হতে পারে না।

জীবন তোমার যেমন হবে, মরণ তোমার তেমন হবে

হাসান বসরী রহ. বলতেন

أَمْسُ أَجَلٌ، وَالْيَوْمُ عَمَلٌ، وَغَدًا أَمَلٌ

---

[২৫] তিরমিযী : ২৪৪২

গতকাল তোমার হাতে নেই, সেটা শেষ। বর্তমান তোমার হাতে আছে, এটা আমলের। আর আগামী কালও তোমার হাতে নেই; কেননা সেটা প্রত্যাশা ছাড়া কিছু নয়।[২৬]

সুতরাং আমি সারা জীবন গুনাহের উপরে থাকবো আর বুড়ো বয়সে এসে হঠাৎ করে ভালো হয়ে যাবো, তাওবা করে নিব, নিজেকে সংশোধন করে নিব–এটা কেবলই প্রত্যাশা। বাস্তবে তা হবে কিনা, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন **كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ** জীবন তোমার যেমন হবে, মরণ তোমার তেমন হবে। **وَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ** আর যেমন তোমার মরণ হবে, তেমন তোমার হাশর হবে।[২৭]

বুড়ো বয়সে তো জালিম বাঘও আল্লাহর ওলী হয়!

শেখ সা'দী রহ. বলেন

در جوانی توبہ شیوہ پیغمبری

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گار

যৌবনকালে তাওবা করা নবীদের শিক্ষা। বুড়ো বয়সে তো
অত্যাচারী নেকড়ে-বাঘও আল্লাহর ওলী হয়।

অর্থাৎ বুড়ো বয়সে নেকড়ে-বাঘ শিকার করতে পারে না। এ জন্য সে সুফি সাহেব সাজে! বলে– আমি এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আর কারও ওপর আক্রমণ করি না, ভালো হয়ে গেছি। অনুরূপভাবে বুড়া বয়সে তো আর গুনাহ করতে পারে না! এ জন্য বলে, আমি ভালো হয়ে গেছি, এগুলো এখন আর করি না!

যৌবনের তাওবা আল্লাহ তাআলা বেশি কবুল করেন

যৌবনের তাওবা আল্লাহ কেন বেশি কবুল করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ

---

[২৬] আদাবুদদুনয়া ওয়াদ্দীন : ১৩৭

[২৭] আসসীরাতুল হালাবিয়্যা : ১/২৭২

যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিবেন। [২৮]

দেখুন আরশের নিচে ছায়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সাতটা আমলের কথা প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, অধিকাংশই যৌবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন আরেকটি দেখুন

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلى نَفْسِهَا، قَالَ: إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ

'এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী অবৈধ মিলনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

এ আহ্বান করাটা ছবিতে হতে পারে, ভিডিওতে হতে পারে, কথিত সেলিব্রেটি হতে পারে, নাচ হতে পারে , গান হতে পারে, মুভি হতে পারে, বাস্তবে হতে পারে। এ সবই হচ্ছে আহ্বান করা বা invite করা। একটা মেয়ে তোমাকে invite করেছে নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে, গান দিয়ে, বাদ্য দিয়ে, অভিনয় দিয়ে অথবা বাস্তব জীবনে। আর তুমি ওই সময়ে বলেছ **إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ** দেখতে তো মনে চায় কিন্তু আমি দেখব না, কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমার তো মনে চায়, রাতের দু'টায় উঠে একটা খারাপ কাজ করি। কিন্তু আমি করবো না, কারণ **إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ** আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমার তো মনে চায়, পরনারীর ফটো দেখতে ভিডিও দেখতে তার প্রতি কুদৃষ্টি দিতে কিন্তু আমি তা করবো না। কারণ **إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ** আমি আল্লাহকে ভয় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ যুবককে কেয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দেয়া হবে।

আরেকটি আমল দেখুন, এটাও অনেকটা যৌবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নবীজি ﷺ বলেন

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। [২৯]

---

[২৮] বুখারী : ১৪২৩; মুসলিম : ১০৩১

[২৯] বুখারী : ১৪২৩, মুসলিম : ১০৩১

যৌবনের তাওবা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় কেন?

বাস্তব অভিজ্ঞতা হল এই, একজন যুবক তাওবা করার পরে যে পরিমাণ চোখের পানি দিতে পারে, আল্লাহর কাছে লজ্জিত হতে পারে, ভালো হতে পারে, কাঁদতে পারে, দীনের ফিকির তার মাথায় আনতে পারে, দীনের মহব্বত তার অন্তরে আসে; যে পরিমাণ আল্লাহপ্রেম নবীজির প্রতি ভালোবাসা তার অন্তরে আসে, দীনের জন্য জান কুরবানী করার চিন্তা যে পরিমাণ তার মাঝে আসে– একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ এর চেয়ে বেশি তাওবা করে, বেশি ইস্তেগফার করে এ পরিমাণ কাঁদতে পারে না, এ পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত অন্তরে আনতে পারে না! এ কারণেই যৌবনের তাওবা আল্লাহ তাআলা বেশি পছন্দ করেন।

যুবকের তাওবা আর বৃদ্ধের তাওবার মাঝে পার্থক্য

বুড়ো মিয়া যদি তাওবা করে তাহলে কেবল তার লাভ। আল্লাহ যদি তাওবা কবুল করেন, তাওবা করে জান্নাতে চলে যাবেন। কিন্তু যুবক যদি তাওবা করে তাহলে নিজে জান্নাতে যাবে, পরিবারকে জান্নাতে নিবে। পরবর্তী জেনারেশনকে জান্নাতী বানিয়ে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত জেনারেশনের ঈমান হেফাজত করার ফিকির করে যাবে।

বুড়ো মিয়া তাওবা করলেও যদি তার মেয়ে আগে থেকেই বেপর্দায় চলে তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েকে তো আর পর্দায় আনতে পারে না! নিজের ছেলেকে তো আর পরিবর্তন করতে পারে না। আওলাদকে তো আর হেদায়েতের মশাল দিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু যুবক তাওবা করেছে তো ছেলেকে দিয়ে দিয়েছে দীনের পথে। ছেলেকে আলেম বানিয়েছে, ছেলেকে হাফেজ বানিয়েছে।

যুবক তাওবা করেছে তো ছেলের জন্য দোয়া করেছে যে, ওগো আল্লাহ! আপনি আমার সন্তানকে মুজাহিদ বানান। ওগো আল্লাহ! ছেলেকে আলেম বানান। আমি আলেম হতে পারি-নি, আমাকে আলেমের আব্বা বনিয়ে দেন।

যুবক তাওবা করেছে তো ছেলের জন্য দোয়া করেছে, ওগো আল্লাহ! ছেলেকে শহীদ হিসেবে আর আমাকে শহীদের বাবা হিসেবে কবুল করে নিন।

এটাই হল যুবকের তাওবা আর বৃদ্ধের তাওবার মধ্যে পার্থক্য! আল্লাহ আমাদেরকে যৌবনে তাওবা করার তাওফীক দান করুন আমীন।

যাই হোক, যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে, কোনো গুনাহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার একটা কারণ হল, যে গুনাহ-টাতে সে অভ্যস্ত ওটাকে সে বড় করে না দেখা। ওটাকে হালকা মনে করা। তার চিন্তা হল, এ আর তেমন কী! বুড়ো বয়সে তাওবা করে নিলেই বেড়া পার! অথচ এটা ভুল চিন্তা। একজন মুমিন এ ধরণের চিন্তা লালন করতে পারে না।

গুনাহ সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি

গুনাহ সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি তো এমন হবে যে, নবীজি ﷺ বলেন

إنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأنَّهُ قاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخافُ أنْ يَقَعَ عليه

‘ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করবে, যেন সে একটা বিশাল পাহাড়ের নীচে বসে আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার ওপর ধ্বসে পড়বে।’

নবীজি ﷺ বলেন, পাপিষ্ঠ কিংবা মুনাফিকরাই গুনাহ্‌কে হালকা মনে করে। ঈমানদার গুনাহ্‌কে হালকা মনে করতে পারে না। নবীজির ভাষায়

وإنَّ الفاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبابٍ مَرَّ علَى أنْفِهِ فقالَ به هَكَذا

পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। [৩০]

আসক্তির ষষ্ঠ কারণ : রাস্তার হক আদায় না করা

গুনাহে আসক্ত হয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হল, রাস্তার হক আদায় না করা।
বলতে পারেন, এটা কেমন কথা? হ্যাঁ এটাই কথা। রাস্তার হক পূরণ না করলে একজন মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহে এডিক্টেড হয়ে যায়।
আমাদের অভ্যাস হল, আমরা রাস্তায় যখন চলি তখন তামাশা দেখি। কোথাও একটু হুহু করে উঠলে দেখি কী হয়েছে! কোথাও একটু কিছু ঘটলে দেখি কী ঘটেছে। এবার সবাই জড়ো হয়ে যায়।
এই যে এ ছোট খাটো বিষয়গুলো একজন মানুষকে যে কোনো কিছুতে আসক্ত করে দিতে পারে। প্রশ্ন হল কীভাবে? তাহলে আগে হাদীস শুনুন, আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

---

[৩০] বুখারী : ৬৩০৮

إِيَّاكُم و الجلوسَ فِي الطُّرُقاتِ قالوا يا رسولَ اللهِ ما لنا بُدٌ من مجالِسِنا نَتحدَّثُ فيها ، فقال ﷺ : أما إذا أَبيتُمْ ، فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قالوا : و ما حَقُّ الطَّرِيقِ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : غَضُّ البصرِ ، و كَفُّ الأَذَى ، و الأَمرُ بالمعروفِ ، و النَّهيُ عنِ المنكَرِ

তোমরা রাস্তা বা মানুষের চলাচলের পথে বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই আমরা রাস্তায় বসে কথা-বার্তা বলি-আলোচনা করি। রাসূল ﷺ বললেন, যদি তোমাদের বসতেই হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় কর। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, চক্ষু অবনত করা, কষ্টদায়ক বস্তু পথের থেকে সরানো, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা। [৩১]

উক্ত হাদীসে রাস্তার প্রথম হক হিসেবে বলা হয়েছে, দৃষ্টি সংযত রাখা। এবার বুঝেছেন রাস্তার হক আদায় না করলে কেন একজন মানুষ আসক্তির ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে? কারণ দৃষ্টি হেফাজত না করলে মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

একটা মেয়ের প্রতি আকর্ষণই তো একটা সময় নেশাখোর, ইয়াবাখোর, গাঁজাখোর বানিয়ে দিতে পারে।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা

রাস্তার দ্বিতীয় হক হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। সুতরাং যেখানে সেখানে পার্কিং নয়। যেখানে সেখানে সাইকেল, বাইক, গাড়ি রাখা নয়। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা নয়। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। কেননা এর কারণে আমি দুর্ঘটনায় পড়তে পারি কিংবা অন্য কেউ দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। এগুলো রাস্তার হক। মানুষ চলাচল করতে যেয়ে কষ্ট হয় এমন জিনিস আমি রাস্তায় রাখবো না, ফেলবো না।

সালামের জবাব দেয়া

রাস্তার তৃতীয় হক হচ্ছে, সালামের জবাব দেওয়া। রাস্তার এ হকটি আদায় করতে পারলে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা আপনার জীবনে ঘটে যাবে তা হল,

---

[৩১] বুখারী : ২৪৬৫

মনের অজান্তে আপনার মধ্যে বিনয় চলে আসবে। আপনার মধ্যে নিজের দোষ দেখার মানসিকতা তৈরি হবে।

সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা

রাস্তার চতুর্থ হক হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা। বলা চলে এটাতো এখন নেই। এর কারণ হল, একটা অজানা আতংক কাজ করে। ইসলাম-ফোবিয়া আজ এতটাই প্রবল যে, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা যেন এক প্রকার অপরাধ!

বাস্তবতা হল, আমরাও এখন ভয়ে থাকি, কোনোখানে আবার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পড়ে যাই কিনা! জঙ্গিবাদের মিথ্যা মামলায় পড়ে যাই কিনা!

তারা যতটুকু আমাদেরকে বেচারা মনে করে দীন পালন করতে দেয়, আমরাও ততটুকুই পালন করি। এর চেয়ে বেশি পালন করতে পারি না। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

তবুও আমরা চেষ্টা করবো নিজেদের সাধ্য অনুপাতে এই হক আদায় করার।

আজকের আলোচনায় আমরা আসক্তি সম্পর্কে জানলাম, চিনলাম। আসক্তির কারণগুলোও জানলাম। ইনশাআল্লাহ, আগামী আলোচনায় আমরা আসক্তির চিকিৎসা সম্পর্কে জানবো।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ আমাদেরকে আসক্তি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। যাবতীয় আসক্তি থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বয়ান : ১০

আসক্তির (ADDICTION) চিকিৎসা

অনেকে বলে, কলেজ ভার্সিটিতে পড়ি, সেখানে নজর হেফাজত করতে পারি না। না– আল্লাহর বান্দা! ‘পারি না’ বলবেন না; বরং বলেন, ‘করি না’।

নবীজী ﷺ কত সহজ পলিসি আমাদের বলে দিয়েছেন, এই পলিসি ব্যবহার করে যে কোনো পরিবেশে আমরা নজরের হেফাজত করতে পারবো। গার্লস স্কুল বলেন আর ব্যাংক বলেন যেখানেই বলেন ‘নজর পড়া গুনাহ নয়, দেয়া গুনাহ’ এ পলিসি ব্যবহার করে যে কোনো জায়গায় নজরের হেফাজত করতে পারবেন। এরপরেও যদি বলেন, আমি পারি না; তবে আমি বলব, আপনি পারতে চান না।

আমাদের বড়রা বলেন, কেউ যদি নিউইয়র্ক শহরে নজরের হেফাজত করতে চায় তাহলে সেটাও সে পারবে। আর যদি কেউ নজরের হেফাজত করতে না চায় তবে হারাম শরীফে বসেও পারবে না। মনে রাখবেন, আল্লাহ অসম্ভব কোনো কাজের নির্দেশ দেন না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا.

بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তাআলা নিজেদের সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তাঁরই জন্য কিছু সময় বের করার তাওফীক আমাদের দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

সংক্ষেপে আসক্তির কারণসমূহ

গতকালের মজলিসে আসক্তি, আসক্তির ভয়াবহতা এবং আসক্তির কারণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল একজন মানুষ কোনো গুনাহে আসক্ত হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো ঈমানের দুর্বলতা। দ্বিতীয় কারণ হলো অসৎ সঙ্গ। তৃতীয় কারণ হলো দৃষ্টির হেফাজত না করা। চতুর্থ কারণ হলো বেকারত্ব। আর আসক্তির ষষ্ঠ কারণ হলো রাস্তার হক পূরণ না করা। একজন একটু হু করে উঠেছে আর তা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একজন তামাশা করছে তো অন্যরা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রাস্তা তামাশার জায়গা নয়।

রাস্তার হক

আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

إيَّاكُم و الجلوسَ في الطُّرُقاتِ قالوا يا رسولَ اللهِ ما لنا بُدٌ من مجالِسنا نَتحدَّثُ فيها ، فقال ﷺ : أما إذا أَبيتُمْ ، فَأَعطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ قالوا : و ما حَقُّ الطَّريقِ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : غَضُّ البصرِ ، و كَفُّ الأَذَى ، و الأَمرُ بالمعروفِ ، و النَّهيُ عنِ المنكَرِ

তোমরা রাস্তার ওপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কেননা এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়; তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা। [৩২]

রাস্তায় আড্ডা দিবে তো বদনজর পড়ে যাবে। এবার এটা মাথায় কিলবিল করবে। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে। আর এ ওয়াসওয়াসাকে চরিতার্থ করার জন্য যুবক হয়তো গুগলে সার্চ দিবে, পর্ন দেখবে, মাস্টারবেশন করবে। ধীরে ধীরে এডিক্টেড হয়ে যাবে। তাহলে শুরুটা হয়েছে রাস্তা থেকে। রাস্তার হক পূরণ না করা এটাও আসক্তির একটা কারণ।

মৌলভি সাহেবের শয়তান মৌলভি টাইপের হয়

আমরা উক্ত ৬টি কারণ সম্পর্কে আলাহামদুলিল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা কেউই বলতে পারবো না যে, আমরা আসক্তি থেকে মুক্ত। সাধারণ মানুষের শয়তান সাধারণ টাইপের। আর মৌলভি সাহেবের শয়তান মৌলভি টাইপের।

كُلٌّ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ

প্রত্যেকেই আপন স্বভাব অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে থাকে। [৩৩]

আমরা কেউ কুদৃষ্টিতে, কেউবা সিরিয়ালে, কেউবা হারাম ইনকামে আসক্ত। কিন্তু সকলেই আসক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপন স্বভাব অনুসারে আসক্ত।

যে জাতীয় গুনাহের কারণে বেশি মানুষ জাহান্নামে যাবে

আমরা এটাও আলোচনা করেছিলাম যে, হঠাৎ হয়ে যাওয়া গুনাহের কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে কম। জাহান্নামে বেশি যাবে ওই সকল গুনাহের কারণে

---

[৩২] বুখারী : ২৪৬৫, মুসলিম : ৫৩৮০

[৩৩] সূরা আল-ইসরা : ৮৪

যেগুলো আসক্তির পর্যায়ে। হঠাৎ যে সকল গুনাহ হয়ে যায় সেগুলো বিভিন্ন নেক আমল দ্বারা, তাওবা দ্বারা সহজে মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ কেবল বিচারক নন, দয়াবানও । দু'একটি গুনাহ হয়ে গিয়েছে আর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিয়ে দিবেন– এমন নন। আল্লাহ বলেন

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গুনাহ করে এবং সেই গুনাহ তাকে ঘিরে নিয়েছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেটি তাদের স্থায়ী আবাস। [৩৪]

গুনাহ যখন ঘিরে ফেলে তখন একটা সময় সে গুনাহের বৈধতা খুঁজে বেড়ায়। ধীরে ধীরে সে হারামকে হালাল করতে শুরু করে। এভাবে একটা পর্যায়ে সে ঈমানটা হারিয়ে ফেলে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

আজ আমরা আসক্তির চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করবো। চিকিৎসার দুটি পদ্ধতি। একটি হল মৌলিক চিকিৎসা। আরেকটি নগদ চিকিৎসা। মৌলিক চিকিৎসা আগে বলি।

আসক্তির প্রথম চিকিৎসা : নেক মজলিসে শরীক হওয়া

মৌলিক চিকিৎসার প্রথমটি হল, নেক মজলিসে শরীক থাকা। নেক মজলিসে থাকার ফায়দা হল ধীরে ধীরে চিন্তার জগত পরিবর্তন হতে থাকে। আপনারা যারা ই'তেকাফে ছিলেন এর প্রভাব আপনারা দুই, চার, পাঁচ মাস অনুভব করবেন। আগে হয়ত একটা গুনাহ করার পূর্বে কোনো চিন্তা মাথায় আসত না, এখন অন্তত মনটা খচখচ করবে।

যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য

এজন্যই তাবিঈ আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ. বলেন

من سعادة الحدث أن يوفقه الله لعالم من أهل السنة

যৌবন-তারুণ্যের সৌভাগ্য হলো, আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোনো আলেমের সাহচর্য লাভের তাওফিক দেওয়া। [৩৫]

---

[৩৪] সূরা বাকারা : ৮১

[৩৫] আততালবীস : ১৭

নেক মজলিসের প্রভাব

নেক মজলিসের প্রভাব কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বলেন

هُمُ القَومُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

তারা সেই সম্প্রদায়, তাদের সঙ্গে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না।[৩৬]

একজন বঞ্চিত মানুষের সবচেয়ে বড় হতভাগ্য হল ঈমানহারা হওয়া। তাহলে নেককারদের মজলিসে বসলে সে ঈমানহারা হয় না।

সোহবত এমন আমল যার বিকল্প নেই

মনে রাখবেন, সোহবত এমন এক আমল যার কোনো বিকল্প নেই। আপনি দীনের যে খেদমতই করেন না কেন, আপনার সোহবত ইখতিয়ার করা উচিত। আল্লামা আলুসি বাগদাদী রহ. বলেন, যদি তুমি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও, তবে তোমাকে একজন আল্লাহওয়ালার সোহবত নিতে হবে। তাঁর সংস্পর্শে কিছুকাল অতিবাহিত করতে হবে।

دم کے دم میں قلب نورانی ہوئی

مرد حق سے ملکے حقانی ہوئی

ধীরে ধীরে অন্তর আলোকিত হয়েছে,

আল্লাহওয়ালার সোহবতে অন্তর হক্কানী হয়েছে।

আমাদের কিছু ধোঁকাবাজিপূর্ণ কথা

আমরা কিছু ধোঁকাবাজিপূর্ণ কথা বলি। ইলম শিখলে বলি, ইলম তো শিখেছি আল্লাহওয়ালার কাছে যাওয়ার দরকার কী? চিল্লা দিলে বলি, তাবলীগ করলেই হবে আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের কাছে আবার যাওয়ার কী দরকার!

কিন্তু আপনারা একটু ভেবে দেখুন, ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয় যে, নেককার লোকদের মজলিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই? না ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় যে, নেককারদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে, সুসম্পর্ক রাখতে হবে!

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাবেঈন তাবে-তাবেঈন আমাদের আদর্শ। তাঁদের সবাই তো নেককার ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যারা অধিক মুত্তাকী ছিলেন

---

[৩৬] বুখারী : ৬৪০৮, মুসলিম : ২৬৮৯, তিরমিযী : ৩৬০০, আহমাদ : ৭৩৭৬, ৮৪৮৯, ৮৭৪৯

তাঁদের ব্যাপারে তাঁদের নীতি কী ছিল? তাঁদের কাছে যাওয়া না তাঁদের থেকে দূরে থাকা?

সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম গ্রহণের আগে কেমন ছিলেন! কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর যে তারা এত ভালো হলেন তা কীভাবে হয়েছে? রাসূল ﷺ এর সোহবত তাঁদের জন্য এই মাকামে এনে দিয়েছে। মুফতি শফি রহ. বলেন, নবুওয়াতের পর যদি সোহবতের চেয়ে দামি কিছু থাকত তাহলে সাহাবীদের নাম সাহাবী না হয়ে অন্য কিছু হত।

সোহবত ও জিকির যাদের কাছে অপ্রিয়

যাদের তাকদিরে হেদায়েত নেই তারা সোহবত দেখতে পারে না। আর জিকির দেখতে পারে না। অথচ এ দুইটার মাঝে রয়েছে সব রোগের মৌলিক চিকিৎসা। একটা আরেকটার স্থলাভিষিক্ত। সোহবত কম হলে জিকির বেশি করো। জিকির কম সোহবত বেশি নাও। আর যদি দুটোই করতে পারো তবে তো নূরুন আলা নূর। বাংলায় যাকে বলে, সোনায় সোহাগা!

একজন তাবলীগ করে কিন্তু আলেম ওলামা দেখতে পারে না, খোঁজ নিলে দেখবেন সোহবত নেই।

একজন মুজাহিদেরও যদি চরিত্রে সমস্যা পান তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সোহবত নেই।

কিন্তু এসব বললে আপনারা মনে করেন আপনাদের বিরুদ্ধে বলি। এই যে মনে কষ্ট নেন এটাও মূলত সোহবতের অভাব।

আমি সোহবতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি। তাবলীগ, জিহাদ কিংবা ইসলামের অন্য কোনো খেদমতের বিরুদ্ধে বলছি না। এগুলো তো সবই আপন স্থানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমি আপনাকে এ কথা বলি না যে, ঢালকানগর যান, যাত্রাবাড়ী হুজুরের কাছে যান, দেওনার শায়খের কাছে যান। আমি বলছি, আপনি যেখানেই দীনের কাজ করেন সেখানেই কোনো দীনদার মুত্তাকী বুযুর্গ আলেমের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। অন্যথায় আপনার দীনের কাজ রংঢং হবে, প্রকৃত দীন হবে না ।

নাপাক জমিন দুইভাবে পাক হয়

নাপাক জমিন দুইভাবে পাক হয়। এক হল পানিতে নাপাকি ধুয়ে গেলে, আরেক হল রোদে নাপাকির আছর সম্পূর্ণ চলে গেলে। জিকির হল পানি দ্বারা ধৌত

করার মত। আর সোহবত হল সূর্যের আলোর মত। আপনি একজন আল্লাহওয়ালার সামনে ৫ মিনিট বসলে অন্তরের যে পরিবর্তন হবে তা অনেক আমল করেও হবে না। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মজলিসে বসতাম তখন আমাদের দিল পরিবর্তন হয়ে যেত।

নেককারদের মজলিসে বসার সওয়াব

নবীজী ﷺ বিভিন্ন আমলের ফযীলত বর্ননা করেছেন গুনাহ মাফের অনেক আমলের কথা বলেছেন। এক মজলিসে ৪০টা গুনাহ মাফের আমলের কথা আপনাদের শুনিয়েছিলাম, আরও আছে। কিন্তু গুনাহ মাফ, আবার গুনাহের পরিবর্তে নেক আমল এ রকম আমল হাতেগোনা। আর তা হল নেককারদের মজলিসে বসার সওয়াব। আনাস রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ বলেন

ما مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا ناداهُمْ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ:

أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئاتُكُمْ حَسَناتٍ

যে কোনো সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর জিকির করবে এবং এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, সেই সম্প্রদায়কে আসামানের কোনো এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে, তোমরা এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে যাও যে, তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে পরিবর্তন করে সাওয়াবে পরিণত করা হয়েছে। [৩৭]

আসক্তির দ্বিতীয় চিকিৎসা : আল্লাহর জিকির করা

অনুরূপভাবে আসক্তির আরেক চিকিৎসা হল, আল্লাহর জিকির করা। সব ধরণের জিকির দ্বারাই অন্তর পরিষ্কার হয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অন্তর পরিষ্কার হয় কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা।

আমাদের অনেক দীনদার ভাই আছেন দীনের জন্য কুরবান হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কুরআনটা সহিহ করেন না। দীনের কাজে অনেক টাকা পয়সা খরচ করেন কিন্তু কুরআন সহিহ করেন না। কেমন যেন এটা দীনের কোনো কাজ নয়। আল্লাহর কসম, আকাশের নিচে জমিনের উপরে কুরআন সহিহ করার চেয়ে উত্তম মজলিস আর নেই।

---

[৩৭] মুসনাদে আহমাদ : ১২৪৫৩

কুরআনের আশ্চর্য প্রভাব!

আপনি একটা ছেঁচড়া টাইপের ছেলেকে ধরে আনেন। তাকে বলেন তুমি তো মুসলমান?

-হ্যাঁ মুসলমান ।

-নামায তো পড়া লাগবে?

-হ্যাঁ লাগবে, কিন্তু কিছু পারি না।

-কুরআন তো দেখেছ?

-হ্যাঁ দেখেছি।

-কুরআন তো শিখা লাগবে?

-হ্যাঁ লাগবে।

-তাহলে তোমার কিছু করার দরকার নেই। তুমি শুধু প্রতিদিন আধা ঘণ্টা সময় দিয়ে কুরআনটা শিখবে।

আপনি তাকে এভাবে কুরআন শিখানোর মজলিসে বসিয়ে দেন। তার হাতে কুরআনটা তুলে দেন। সূরা ফীল থেকে শুরু করে সূরা নাস-এ যাওয়া লাগবে না। একটা দুইটা সূরা শিখার পরেই আপনি দেখবেন যে, সে নামায শুরু করে দিয়েছে। কুরআনের এক মজলিসে যে পরিবর্তন হবে এ রকম হাজার মজলিসে চিন্তার জগতে সে পরিবর্তন আসবে না।

সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.

সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.। তৎকালীন বুজুর্গ আবুল হাসান খিরকানি রহ. এর মুরিদ ছিলেন। একদিনের ঘটনা। রাজ দরবারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে তিনি সেদিন বড়ই ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি বিশ্রাম লাভের জন্য মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। তিনি বিশ্রামের জন্য গৃহে প্রবেশ করলেন। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে যান। হঠাৎ গৃহমধ্যে একটি তাকের দিকে তাঁর নজর পরে। সেখানে একটি কুরআন শরীফ রাখা ছিল। কুরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব। পবিত্র কিতাব। বিছানার উপর শয়ন করলে কুরআনের দিকে পা চলে যায়। কুরআনের দিকে পা ছড়িয়ে শয়ন করার চাইতে বড় বেয়াদবি আর কি হতে পারে! এই চিন্তায় সুলতান অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন বিছানার খাটটি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেই, তাহলে কুরআনের দিকে মাথা হয়ে যাবে। এ চিন্তা করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই খাটটি ঘুরিয়ে দেন।

এবার সুলতান ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মনে হল, আল্লাহর কিতাব আমার ঘরে থাকবে আর আমি তা পড়বো না? আমি শুয়ে আরাম করবো? আল্লাহর কিতাবে যা লেখা আছে আমি তা পালন করবো না? আল্লাহর কিতাবে তো আমাদের কথা লেখা আছে। অথচ আমি তা জানবো না? ঘুমিয়ে রাত কাটাবো, আমি এত বড় গাফেল? সুলতানের আবার মনে হল, কুরআন শরিফটা পাশের ঘরে রেখে এলেই তো হয়। তাহলে আমি আরাম করে ঘুমোতে পারবো।

এ চিন্তা মনে আসার সাথে সাথেই সুলতানের মন কেঁপে ওঠে। সুলতান মনে মনে বললেন, হায়, আমি কত বড় পাষন্ড হয়ে গেছি। নিজের আরামের জন্য আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে এ ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি। আল্লাহর সঙ্গে আমি কত বড় গোস্তাখী করছি। ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে সুলতানের চোখ দিয়ে।

সে রাতে আর সুলতান বিছানায় ঘুমোতে পারেন নি। কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে সারা রাত পার করে দেন।

অন্তরকে পাক করার মাজুনি হল আল্লাহর জিকির

মূলত কুরআনের নূর এমন এক নূর এর মোকাবেলায় জগতের আর কিছু নেই। কারণ এটা আল্লাহর কালাম। একেকটি আয়াত, একেকটি হরফ আপনার দিলে পড়বে আপনার দিলের জং দূর হতে থাকবে। এটা আমার কথা না। বরং নবীজী ﷺ এক হাদীসে সকল জিকির সম্পর্কে বলেছেন

لِكُلِّ شيْءٍ صِقَالَةٌ وصِقالُ القلوبِ ذِكْرُ اللهِ

নিশ্চয় প্রত্যেক জিনিসকে পাকসাফ করার একটা মাজুনি আছে। আর অন্তরকে পাক করার মাজুনি হল আল্লাহর জিকির। [৩৮]

আর জিকিরের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত হল সর্বোত্তম। তাই নবীজী ﷺ কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন যে, এটি অন্তরের মরিচা দূর করে। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেন

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جِلاَؤُهَا؟ قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ

[৩৮] কানযুল উম্মাল : ১৮৪৮

নিশ্চয় অন্তরে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে লোহায় মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! এ মরিচা দূর করার উপায় কী? তিনি ﷺ বললেন বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা।[৩৯]

জিকরে-কালবি অন্তর পরিষ্কার করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম

জিকিরের মধ্যে অন্তর পাক করার দ্বিতীয় শক্তিশালী আমল হল জিকরে-কালবি। কারণ সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হল কলবে। কলবে বা অন্তরে নানা চিন্তার উদ্রেক হয়। মনে হচ্ছে গুগল সার্চ মারি, মনে হচ্ছে এবারের জন্য হারাম টাকাটা নিয়ে নেই। মনে হচ্ছে গেম্স খেলি। এভাবে কলবে নানা চিন্তার উদ্রেক হয়। কলব সব সময় একটা না একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

তাই কলবের খাদ্য পরিবর্তন করতে হবে। হয়ত তাকে নেক আমলের চিন্তা দিতে হবে অন্যথায় সে গুনাহের চিন্তা করবে।

এখন অন্তরকে এত নেক আমলের চিন্তা কীভাবে দিবেন। হজ করব, হজ করব এটা দশ বার না হয় বললেন, এগারবার বলতে মনে চাইবে না। ইলম শিখব, ইলম শিখব বিশবার না হয় বললেন, এরপর আর মনে চাইবে না।

এজন্য বলা হয়, অন্তরকে একটা সহজ জিকির দিয়ে দাও যেন সে সব সময় করতে পারে। এই সহজ জিকিরটি হল, আল্লাহ আল্লাহ। অন্তর যখন আল্লাহ আল্লাহ বলাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তো সে কাজে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু তার অন্তর থাকবে আল্লাহর সঙ্গে। কবির ভাষায়

দنیا کی مشغلوں میں بھی باخدا رہے

سب کے ساتھ رہکر بھی سب سے جدا رہے

দুনিয়ার শত ব্যস্ততার মাঝেও সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকে।

সকলের সঙ্গে থেকেও সে সকল থেকে আলাদা থাকে।

হাত কাজে ব্যস্ত, অন্তর বন্ধুর সঙ্গে

এটাকে বলা হয়, দাস্ত ব-কার দিল ব-য়ার। হাত কাজে ব্যস্ত, অন্তর বন্ধুর সঙ্গে।

---

[৩৯] শুআবুল ঈমান : ১৮৫৯

হযরত রাবেয়া বসরি রহ. বলতেন, আমার জবান যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তখন আমার দিল কথা বলে আল্লাহর সঙ্গে।

অন্তরের জিকিরের ফজিলত

তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে, অন্তরকে পরিষ্কার করার দ্বিতীয় আমল হল জিকির। আর জিকিরের মাঝে প্রথম হল কুরআন তেলাওয়াত। এটা সহজ। যত বড় আসক্তির রোগীই হোক তাকে এ কথা খাওয়ানো সহজ যে, ভাই কুরআনটা সহিহ কর। কুরআন সহিহ কর এ কথা খাওয়ানো যত সহজ, ভাই তুমি জিক্‌রে কালবি কর, চিল্লা দাও এ কথাগুলো খাওয়ানো তত সহজ নয়। দ্বিতীয় হল জিক্‌রে কালবি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন, হাদীসে কুদসি

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি; অর্থাৎ সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি। সে যদি কোনো সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের ফেরিশতাদের সভায় স্মরণ করি।[৪০]

কোন জিকির অধিক মর্যাদাবান?

এক হাদীসে কালবি জিকিরকে জবানের জিকিরের চেয়ে সত্তরগুণ ফযীলতপূর্ণ বলা হয়েছে। জিকির মানে হল স্মরণ করা। আমরা কাউকে কীভাবে স্মরণ করি ? জবানে? না; বরং অন্তরে।

ইবনে বাত্তাল রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

أي الذِّكْرين أعظم ثوابًا

কোন জিকির অধিক মর্যাদাবান?

الذكر الذي هو بالقلب

---

[৪০] বুখারী : ৭৪০৫

ওই জিকির যা কলব দ্বারা করা হয়।
এরপর জিজ্ঞাসা করা হল

فالذكر الذي باللسان ما هو

তাহলে জবানে জিকির কী?
তিনি উত্তর দেন, জবানে জিকির মূল জিকির নয়; বরং তার কলব জিকির করছে এ কথার বহিঃপ্রকাশ।
আয়শা রাযি. বলতেন

لأن أذكرَ الله في نفسي أحبُّ إليَّ من أن أذكُره بلساني سبعين مرَّة

আমি জবানে জিকির করি এর চেয়ে সত্তরগুণ প্রিয় হল আমি কলবে জিকির করি।[৪১]
তাবেঈ আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন

مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكْ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, ততক্ষণ সে মূলত নামাযের মধ্যেই রয়েছে। যদি এর সঙ্গে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে অর্থাৎ মনের স্মরণের সঙ্গে যদি মুখেও উচ্চারণ করে তাহলে তা হবে খুবই ভালো, বেশি কল্যাণময়।[৪২]
হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলতেন, জিকির তিন প্রকার। যবানে জিকির, এটা সর্বনিম্ন স্তরের। এর চেয়ে সত্তর গুণ মর্যাদাসম্পন্ন হল, কালবি জিকির। আর সবচেয়ে উত্তম হল কলব এবং যবানের একসঙ্গে জিকির।
দুনিয়াতে যত আল্লাহর ওলী আছেন, কেউই সোহবত ছাড়া এবং জিকির ছাড়া আল্লাহর ওলী হননি।

অন্তরের জিকিরের কিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত

হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু কলব আল্লাহর জিকির করবে এটা কীভাবে? আমাদের শায়েখ ও মুরশিদ পীর যুলফিকার আহমেদ নকশবন্দী দা. বা. এর চমৎকার দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন, মা তার সন্তানকে মাদরাসায় বা স্কুলে

---

[৪১] আততাওযিহ, শরহুল বুখারী : ৩১/২৫২
[৪২] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ১/৪৫৩

পাঠায়। সারাক্ষণ মনে পড়ে কখন সন্তান বাসায় আসবে। কিন্তু তার ঘরের কাজও চলতে থাকে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত, ড্রাইভার যখন ড্রাইভ করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে। কিন্তু সে পাশের লোকের সঙ্গেও কথা বলে। মোবাইলেও কথা বলে। সামনের দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি সরালে এক্সিডেন্ট হতে পারে।

অনুরূপভাবে এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকলে শয়তান ধোঁকায় ফেলে দিতে পারে।

তাহলে চিন্তা করে দেখুন, বছরের পর বছর আমাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি। তাহলে আমরা কী পরিমাণ ধোঁকার মাঝে আছি। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি দোয়া আছে এ রকম

فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

ওগো আল্লাহ! এক পলকের জন্য আমাকে আমার নফসের কাছে সোপর্দ করবেন না। [৪৩]

কেননা এক মুহূর্তের গাফলতিতে শয়তান আমাদের দিয়ে একটা কবিরা গুনাহ করিয়ে জাহান্নামি বানিয়ে ফেলতে পারে।

এই যে ড্রাইভার এর মনোযোগ সামনের দিকে কিন্তু সে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ঠিক একইভাবে আমাদের মনোযোগ থাকবে আল্লাহর দিকে, সঙ্গে অন্যান্য কাজও চলবে।

দাড়ি পেকে যাচ্ছে– এখনও ঈমানের নূর অনুভব করি নাই

তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত, গ্রামে বেদেরা বড় ঝুড়ি বা চেঙারিতে করে কাঁচের জিনিস বিক্রি করে। মাথায় ঝুড়ি রেখে দুই হাত ছেড়ে হাঁটতে থাকে। তো মাথায় এটা কীভাবে ধরে রাখে? মাথায় ধরে রাখে মন দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য গাফেল হলে ঝুড়ি পড়ে গিয়ে সব জিনিস ভেঙ্গে যেতে পারে। অনুরূপভাবে এক মুহূর্তের জন্যও যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে আমাদের অন্তর গাফেল হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ইবলিশের কাছে চিৎপটাং।

চিন্তা করে দেখুন, আমরা বছরের পর বছর গাফেল। দাড়ি পেকে যাচ্ছে এখনও জিকিরের স্বাদ পেলাম না, আল্লাহর মারেফাতের নূর অনুভব করলাম না,

[৪৩] আবু দাউদ : ৫০৯০

এখনও নামাযের স্বাদ পেলাম না, এখনও ঈমানের নূর অনুভব করলাম না! কেন? এর কারণ হল বছরের পর বছর ইবলিশ আমাদের ওপর আক্রমণ করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। আমাদের মাঝে ঈমানের যত নূর আছে সব ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার এই উপর্যুপরি আক্রমণের মোক্ষম জবাব দিচ্ছি না। জিক্‌রে কালবি ছিল যার মোক্ষম জবাব।
আল্লাহ তাআলা বলেন

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

এমন কিছু লোক আছে, কোনো ব্যবসা বা কেনাবেচা আল্লাহর জিকির থেকে তাদেরকে অমনোযোগী করতে পারে না।[৪৪]
অর্থাৎ কিছু মানুষ এমন আছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে দোকানে বসা, অফিসে বসা, কৃষি কাজে ব্যস্ত কিন্তু তার অন্তরে থাকে আল্লাহর জিকির।

ফানাফিল্লাহ কাকে বলে?

এ জিকরে কালবি প্রথম প্রথম আপনি সারাদিনে এক ঘণ্টাও করতে পারবেন না; বরং আধা ঘণ্টাও পারবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, চব্বিশ ঘণ্টার সাড়ে তেইশ ঘণ্টাই যাবে জিকির ছাড়া। হ্যাঁ পারবেন, জিক্‌রে কালবি করার জন্য যদি আলাদা করে বসেন তখন পারবেন। কিন্তু সব সময় হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে আর অন্তরে জিকির থাকবে এটা আপনি আধা ঘণ্টার জন্যও পারবেন না। তাহলে কী করবেন?
শয়তানের সঙ্গে ছিনতাই কর্ম খেলবেন। অর্থাৎ আপনি জিক্‌রে কালবি শুরু করেছেন কিছুক্ষণ পর শয়তান আপনাকে গাফেল করে দিবে। আবার যখন মনে পড়বে আবার মনে মনে বলা শুরু করবেন ‘আল্লাহ আল্লাহ’। এভাবে যখনই মনে পড়বে তখনই জিক্‌রে কালবি শুরু করবেন। প্রথম দিন হয়তো ২ মিনিট হবে। দ্বিতীয় দিন ১০ সেকেন্ড হলেও বাড়বে। তৃতীয় দিন হয়তো ৩০ সেকেন্ড বাড়বে। এভাবে একটা সময় আপনি সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে ডুবে থাকতে পারবেন। এটাকেই বলে ফানাফিল্লাহ।
ফানাফিল্লাহ অর্জিত হলে বান্দা আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হয়। তখন তার অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে।

---

[৪৪] সূরা নূর : ৩৭

کتنی تسکین وابستہ ترے نام کے ساتھ

نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

কী যে সুখ জড়িয়ে আছে, প্রভু তোমার নামে,

কাঁটার বিছানায়াও ঘুম এসে যায়, শান্তি ও আরামে!

জিক্‌রে কালবি করার সহজ রাস্তা

জিক্‌রে কালবি করার একটা সহজ রাস্তা বলে দেই। প্রতিদিন আপনি ১০- ১৫ মিনিটের জন্য বসবেন। বসে চোখ বন্ধ করে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ বলবেন। এটাকে আমরা মোরাকাবা বলি। এই মোরাকাবা মূল আমল নয়। মূল আমল তো হল জিকরে কালবি। মোরাকাবা হল একটি ট্রেনিং বা প্র্যাকটিস। আপনি ১৫ মিনিট মোরাকাবা করবেন তাহলে আধা ঘণ্টা জিক্‌রে কালবি করতে পারবেন। আধা ঘণ্টা মোরাকাবা করবেন এক ঘণ্টা জিক্‌রে কালবি করতে পারবেন।

এ দুইটা চিকিৎসা যদি আপনারা গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আপনারা ধীরে ধীরে যত বড় আসক্তিই হোক না কেন তা থেকে বের হতে পারবেন। বের হয়ে আল্লাহর মারেফাতের ভিতরে ডুবে যেতে পারবেন।

এমনও হতে পারে আপনি কোনো গুনাহে আসক্ত, এমন সময়ে মৃত্যু এসে পড়েছে। কিন্তু আপনি এ দুইটা আমলে ছিলেন চেষ্টা করেছেন। পড়ে গেছেন আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। ধাক্কা খেয়েছেন আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জিকরে কালবি করেন-নি, আবার শুরু করেছেন। কিছু দিন মজলিসে ছিলেন না, আবার হাজির হয়েছেন।

এই যে নিয়মিত চেষ্টা করেছেন; এর বরকতে মৃত্যুর আগে হলেও আল্লাহ আপনাকে এমন তাওবা নসিব করবেন যে, সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর ওয়াদা হল গুনাহ মিটিয়ে দিবেন, নেক আমল দিবেন। এটা কি এক দুইটা মজলিসে বসলে? না; বরং এখানে মজলিসের ফলাফল বলা হয়েছে। মজলিসে বসতে থাকেন, বসতে থাকেন তাহলে মৃত্যুর আগে আল্লাহ আপনাকে

এমন তাওবা নসিব করবেন সব গুনাহ ধুয়ে যাবে, গুনাহের পরিবর্তে নেক-আমল দিয়ে দেওয়া হবে।

❖ আসক্তির নগদ কিছু চিকিৎসা

প্রথম চিকিৎসা : নিজেকে নিজে বলবেন 'আল্লাহকে ভয় কর'

যখন গুনাহ করতে মন চাইবে তখন নিজেকে নিজে বলবেন 'আল্লাহকে ভয় কর'।

এ বিষয়ে আমরা অনেক হাদীস জানি। বিশেষ করে বুখারির ৩ জনের ঘটনা। গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। যার মাঝে একজন এই বলে দোয়া করল, ওগো আল্লাহ, আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ যুবক ছিল এই যুগের যুবকদের মত একই রোগে রোগী!

তো সে দোয়া করতে গিয়ে আল্লাহর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলল যে, আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। একবার সে অভাবে পড়ল। তাই আমার কাছে টাকা চেয়ে বসল। আমি তাকে কুকর্মের বিনিময়ে ১২০ দিনার দিতে রাজি হলাম। আমিও অভাবে ছিলাম। কোনো রকমে আমি টাকাটা জোগাড় করেছিলাম। যখন আমি খারাপ কাজটা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি, ঠিক তখনই আমার চাচাতো বোন বলে উঠল, আল্লাহকে ভয় কর। ওগো আল্লাহ! তার এ কথার প্রভাবে আপনার ভয়ে আমি সেই কাজ থেকে সরে আসি। আর তার থেকে টাকাটাও আর ফেরত নেই-নি। আমার এ কাজটা যদি আপনার জন্য হয়ে থাকে তাহলে পাথরটা একটু খুলে দিন। আল্লাহ তাআলা পাথরটা একটু খুলে দিলেন।

তাহলে বুঝা গেল, এটা একটা নগদ চিকিৎসা।

দ্বিতীয় চিকিৎসা : চোখের খেয়ানত থেকে বাঁচবেন

চোখের খেয়ানত থেকে বাঁচবেন। বলতে পারেন, নজরের হেফাজত করতে পারি না। আপনি যে পারেন না এটা কি আল্লাহ তাআলা জানতেন না? তাহলে তিনি কেন হুকুম করেছেন? তিনি কি জুলুম করেছেন? নাউযুবিল্লাহ। এর অর্থ হল নজরের হেফাজত করতে চান না।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। [৪৫]
তবে কষ্ট হবে এমন কাজের নির্দেশ দেন। কেননা কষ্টের ভেতরেই আছে জান্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

حُجِبتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وحُجِبتْ الْجَنَّةُ بَالمكَارِهِ

জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা। [৪৬]
'ঘিরে দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ ঐ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা জান্নাতের মাঝে পর্দাস্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা খুলে তাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাত দুই কদম

হাসান বসরী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, জান্নাত কয় কদম? তিনি বললেন, জান্নাত দুই কদম। নফসের ওপর এক পা দাও। আর দ্বিতীয় কদমে জান্নাত চলে যাও।
কিন্তু নফসের ওপর যে পা দিব তার নিচে হয়ত থাকবে জ্বলন্ত কয়লা। এ কয়লার ওপর আপনাকে পা-টা দিতে হবে। আপনাকে কষ্টটা করতে হবে। কষ্টটা না করলে তো জান্নাত পাচ্ছেন না। নফসকে দাবিয়ে দিতে হবে। কষ্টটার ভিতরেই যে জান্নাত লুক্কায়িত!
কিন্তু এর পরেও নজর পড়ে যাবে। নবীজী ﷺ বলেন, নজর পড়ে গেলে দ্বিতীয় বার দিবেন না তাহলে প্রথমটা মাফ।
বলুন, এর চেয়ে সহজ পদ্ধতি আছে?

নজর পড়া গুনাহ নয়; নজর দেওয়া গুনাহ

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর কাছে এক লোক চিঠি লিখল, হুজুর কী করব? নজর তো পড়েই যায়।
তিনি উত্তর দিলেন, ঠিক আছে ভাই, তবে নজর পড়া গুনাহ নয়। নজর দেওয়া গুনাহ ।
ওই লোক আবার জিজ্ঞেস করলো, নজর পড়া আর দেওয়ার মাঝে পার্থক্য কী?

---

[৪৫] সূরা বাকারা : ২৮৭
[৪৬] বুখারী : ৬৪৮৭

তিনি বললেন, দুই সুরতে নজর দেওয়া হয়। নজর পড়ে যাওয়ার পর যদি তুমি তা ধরে রাখ। আর যদি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে দাও।

দৃষ্টি হেফাজত করার সহজ পলিসি

অনেকে বলে, হুজুর! কলেজ ভার্সিটিতে পড়ি, সেখানে নজর হেফাজত করতে পারি না। না, আল্লাহর বান্দা 'পারি না' বলবেন না; বরং বলেন, 'করি না'।
নবীজী ﷺ কত সহজ পলিসি আমাদের বলে দিয়েছেন, এই পলিসি ব্যবহার করে যে কোনো পরিবেশে আমরা নজরের হেফাজত করতে পারব। গার্লস স্কুল বলেন আর ব্যাংক বলেন যেখানেই বলেন 'নজর পড়া গুনাহ নয়, দেওয়া গুনাহ' এই পলিসি ব্যবহার করে যে কোনো জায়গায় নজরের হেফাজত করতে পারবেন।
এর পরেও যদি বলেন, আমি পারি না; তবে আমি বলব, আপনি পারতে চান না।
যদি বলেন, এর পরেও তো পড়ে যায়। তবে আমি বলব, আপনি আপনার দিলকে জিজ্ঞেস করুন, পড়ে যায় না ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি দেন? যদি আপনার সুস্থ বিবেক এ কথা বলে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি দেন না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে যায়। তাহলে আপনাকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, কবিরা গুনাহ তো দূরের কথা সগীরা গুনাহও হচ্ছে না ।
আর যদি আপনার বিবেক বলে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি দেন আর আপনি বলছেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে যায় তবে আপনি নিজের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছেন।

মোল্লা আমীর খান মুত্তাকীর ঘটনা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাস্ট্র মন্ত্রী মোল্লা আমীর খান মুত্তাকী দা. বা.। নারী সংবাদ কর্মী তাকে প্রশ্ন করেন, 'পুরো আধঘণ্টা সাক্ষাৎকারে আপনি একবারও আমার দিকে তাকান নি, এর কারণ কী?'
তিনি উত্তর দেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দী! এতে নতুন কী আছে! শরীয়ত আমাকে ক্ষমতা দেয়নি যে, আপনাকে ঢেকে রাখব। তবে অবশ্যই আমাকে চোখ নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আপনার মাথার দোপাট্টা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু আমার চোখের যত্ন নেওয়া আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এটা

আপনাকে অপমান করার সমস্যা নয়, আমার শরীয়তের আবদ্ধ থাকার সমস্যা। সুবহানাল্লাহ! [৪৭]

এজন্যই আমাদের বড়রা বলেন, কেউ যদি নিউইয়র্ক শহরে নজরের হেফাজত করতে চায় তাহলে সেটাও সে পারবে। আর যদি কেউ নজরের হেফাজত করতে না চায় তবে হারাম শরীফে বসেও পারবে না। মনে রাখবেন, আল্লাহ অসম্ভব কোনো কাজের নির্দেশ দেন না।

তৃতীয় চিকিৎসা : ফজরের নামাযের গুরুত্ব দিন

ফজরের নামাযের গুরুত্ব দিবেন। যত বড় আসক্তিই হোক; যদি এই নামাযের গুরুত্ব দেন ইনশাআল্লাহ আসক্তি থেকে বের হতে পারবেন। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের দিকে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁঠ খুলে যায়, পরে অজু করলে আর একটি গিঁঠ খুলে যায়, এরপর (ফজর) নামায আদায় করলে আর একটি গিঁঠ খুলে যায়। তখন তার সকাল বেলাটা হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। [৪৮]

যদি ঘুম থেকে উঠে কিছু জিকির করে নেন, অজু করে নেন আর নামায পড়ে নেন তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার অন্তর অনেক ফ্রেশ থাকবে। আপনার মনে ভালো ভালো চিন্তা আসবে। আর যদি তা না করেন, তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার অন্তরটা হবে খবিস অন্তর। সারাদিন গুনাহের চিন্তায় মাথা কিলবিল করবে।

---

[৪৭] ইন্টারনেট

[৪৮] বুখারী : ১১৪২

চতুর্থ চিকিৎসা : বিয়ে করা

কেউ যদি যৌনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুনাহে প্রবল আসক্ত হয় তবে তাকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে না করলে গুনাহ থেকে কিছুদিন হয়ত বেঁচে থাকতে পারবে কিন্তু কিছুদিন পর আবার গুনাহে জড়িয়ে পড়বে। বিয়ে না করে রোজা রেখে, জিকির করে, নেক মজলিসে বসে কিছুদিন ঠিক থাকতে পারবে। কিন্তু পুরোপুরি বের হতে পারবে না। পুরোপুরি বের হতে হলে বিয়ে করতে হবে। এ জন্যই আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়! যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা পালন করে। রোজা তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। [৪৯]

স্ত্রীকে সময় দিন

কেউ বলতে পারেন, বিয়ে করার পরেও তো আমি গুনাহে অভ্যস্ত। এর অর্থ হল, মূলত সে স্ত্রীকে সময় দেয় না। তার সময় যায় ফেসবুকে, ইউটিউবে, গুগলে। এক ব্যক্তি ঔষধ এনে শোকেসে রেখে দিয়েছে। কোনো কাজ হবে?

স্ত্রী হল যৌনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় গুনাহের ঔষধ। স্বামীর জন্য স্ত্রী আর স্ত্রীর জন্য স্বামী।

হাদীসে আছে, স্বামী যখন স্ত্রীকে আহ্বান করে আর স্ত্রী যদি সাড়া না দেয় তবে ফেরেশতারা তাকে লা'নত করে।

বলতে পারেন, পুরুষদের বেলায় এ ধমকি নেই কেন? কারণ আগ্রহ সৃষ্টি না হলে পুরুষদের সামর্থ্য থাকে না কিন্তু স্ত্রীদের থাকে। তাই পুরুষদের বলা হয়েছে, স্ত্রীদের সঙ্গে রোমান্টিক কথা বলো। মেয়েদের যৌন চাহিদা কম কিন্তু অন্তরের চাহিদা বেশি। আর পুরুষদের যৌন চাহিদা বেশি কিন্তু অন্তরের চাহিদা কম। আপনি স্ত্রীকে একটু ঘুরতে নিয়ে যান, দুই একটা প্রেমময় কথা বলেন, এখন আপনি তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করাতে পারবেন। পুরুষরা যেরকম কঠিন কথা, রুক্ষ কথা সহ্য করতে পারে, স্ত্রীরা সেটা পারে না। এভাবে উভয়ে যদি

---

[৪৯] বুখারী : ১৯০৫

আপন দায়িত্ব পালন করে তাহলে পুরুষ যৌনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুনাহে আসক্ত হবে না, স্ত্রী পরকিয়াতে আসক্ত হবে না।

অধিকাংশ মেয়ে পরকীয়া করে স্বামীর কাছে আদর না পাওয়ার কারণে, অধিকাংশ স্বামী যৌনতার সঙ্গে গুনাহে লিপ্ত থাকে স্ত্রী থেকে আকাঙ্ক্ষা পুরা না হওয়ার কারণে।

ছেলে মেয়ে উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ে না করানো অপরাধ

বলতে পারেন, বিয়ে তো করতে চাই কিন্তু বাবা মা তো বিয়ে করায় না। মনে রাখবেন, ছেলে মেয়ে উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ে না করানো অপরাধ। যদি বাবা মা বিয়ে না করায় তাহলে সন্তান যত গুনাহ করবে তার সব বাবা মায়ের কাঁধেও আসবে ।

এবার যুবকদের বলি, বাবা মাকে বলবেন বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য। বলতে পারেন যে, শরম লাগে। দিনের পর দিন একটা গুনাহে লিপ্ত থাকার চেয়ে এ শরমটা বড় হয়ে গেল! যদি বাবা মাকে বলতে না পারেন চাচা মামা যাকে পারেন তাকে দিয়ে বলাবেন।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী হাফিজাহুল্লাহ এর বিভিন্ন বয়ান
রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শরয়ী সমাধানের জন্য
ভিজিট করুন :

www.quranerjyoti.com

হযরতের প্রতিষ্ঠিত আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন-এর
শিক্ষা, সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে
ভিজিট করুন :

www.alfalahbd.org

নোট

....
....
....